গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ময়মনসিংহ
(সাধারণ শাখা)

জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির আগস্ট, ২০২২ মাসের সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	ঃ	মোহাম্মদ এনামুল হক জেলা প্রশাসক ময়মনসিংহ।
স্থান	ঃ	জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষ
তারিখ	ঃ	২১ আগস্ট ২০২২ খ্রি.।
সময়	ঃ	সকাল ১০.০০ ঘটিকা।

উপস্থিত সদস্যঃ পরিশিষ্ট-"ক"

সভাপতি উপস্থিত সকল সদস্য ও নবাগত সদস্যদের অভিনন্দন জানিয়ে সভা শুরু করেন। তিনি সভাকে কার্যকর করতে বিগত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক সকল সরকারি অফিসের চলমান প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতির গুণগত ও পরিমাণগত তথ্য সুস্পষ্টভাবে প্রেরণ করার জন্য সকল দপ্তর প্রধানগণকে অনুরোধ করেন। জরুরি প্রয়োজনে কোন দপ্তর প্রধান জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভায় অনুপস্থিত থাকলে পূর্বে অবহিতকরণ পূর্বক প্রয়োজনীয় তথ্যসহ উপযুক্ত প্রতিনিধিকে সভায় অংশগ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়। অতঃপর বিগত ১৭/০৭/২০২২খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী পাঠ করা হয় এবং কোন সংশোধনী না থাকায় সর্বসম্মতিক্রমে তা অনুমোদন হয়।

সভাপতি বর্তমান বৈশ্বিক জ্বালানি পরিস্থিতিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক সরকারি, আধা সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত দপ্তরসহ অন্যান্য বাণিজ্যিক ভবনে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সাশ্রয়ের প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে বাতি, ফ্যান ও এসির ব্যবহার না করা; রাত ৮.০০ টার পর দোকান পাট, শপিং মল, মার্কেট, বিপণীবিতান, কাঁচা বাজার ইত্যাদি বন্ধ রাখার পূর্বঘোষিত সিদ্ধান্ত কঠোরভাবে বাস্তবায়ন ও উল্লিখিত নির্দেশনা বাস্তবায়নে মনিটরিং জোরদারকরণের জন্য সভায় সকল দপ্তর প্রধানগণকে অনুরোধ জানানো হয়। সভায় সারাদেশের বন্যা ও বিদ্যুৎ পরিস্থিতির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। সভাকে অবহিত করা হয় যে, ময়মনসিংহ জেলার ফুলপুর, হালুয়াঘাট ও ধোবাউড়া উপজেলার বেশ কিছু এলাকা বন্যা কবলিত হয়েছিল। তবে বর্তমানে বন্যা পরিস্থিতি উন্নতির দিকে রয়েছে। বন্যা পরিস্থিতি মোকাবেলায় অগ্রিম প্রস্তুতি গ্রহণ করে দুর্যোগ মোকাবেলায় সকলকে ধন্যবাদ জানানো হয়। বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সংকট মোকাবেলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ সকল সরকারি দপ্তরসহ সংশ্লিষ্টদের যথাযথভাবে মেনে চলার জন্য আহবান জানানো হয়। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী সকল সরকারি দপ্তর এবং তাদের অধীনস্থ দপ্তরগুলোকে সকাল ৮.০০ ঘটিকা হতে বিকাল ৩.০০ ঘটিকা পর্যন্ত আবশ্যিকভাবে নিজ নিজ অফিসে অবস্থান করে দায়িত্ব পালন করতে হবে।

অতঃপর গত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং বিভিন্ন বিভাগের উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। আলোচনা শেষে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী দপ্তর
০১। জেলা পরিষদ প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ, ময়মনসিংহ জানান, ক. ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে এডিপি 'সাধারণ বরাদ্দ' এর আওতায় ২,০০,০০,০০০/-(দুই কোটি) টাকায় গৃহীত ৭৫টি প্রকল্পের মধ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক বিগত ২৪.০৫.২০২১ খ্রিঃ তারিখে ১,৭৮,৫০,০০০/- (এক কোটি আটাত্তর লক্ষ পঁঞ্চাশ হাজার) টাকায় ৬৬টি প্রকল্প অনুমোদন পাওয়া যায়। অনুমোদিত প্রকল্পসমূহ টেন্ডার/ প্রকল্প কমিটি'র মাধ্যমে বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। অগ্রগতি ১০০%।	ক. জেলা পরিষদের আওতাধীন নতুন কোন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করার পূর্বে স্টেকহোল্ডার সাথে আলোচনা সভা/ মতবিনিময় সভার মাধ্যমে সম্ভাব্যতা যাচাই করে প্রকল্প দিতে হবে। এছাড়া গৃহীত প্রকল্পের সার্বিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ/ সংশ্লিষ্ট সকল, ময়মনসিংহ।
খ. ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে রাজস্ব বরাদ্দ এর আওতায় ১৫,০০,০০,০০০/- (পনের কোটি) টাকায় গৃহীত ৬৭৩টি প্রকল্পের মধ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক বিগত	খ. গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর তালিকা সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং অত্র কার্যালয়ে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা	

০৭.০৬.২০২১ খ্রিঃ তারিখে ১৩,৯৭,৫০,০০০/-(তের কোটি সাতানব্বই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকায় ৬৫০টি প্রকল্প অনুমোদন পাওয়া যায়। অনুমোদিত প্রকল্পসমূহ প্রকল্প কমিটি'র মাধ্যমে বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। অগ্রগতি ১০০%।	হলো।	
গ. ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে এডিপি 'সাধারণ বরাদ্দ' এর আওতায় ৩,৫০,০০,০০০/- (তিন কোটি পঞ্চাশ লক্ষ) টাকায় টাকায় ১৬৭টি প্রকল্প গ্রহণপূর্বক বিগত-৩০.১১.২০২১ খ্রি: তারিখের ১৩২৫নং স্মারকমূলে স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রশাসনিক অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হলে বিগত ৩০.১২.২১ খ্রি: তারিখের ২৬০৭নং স্মারকমূলে ১৬৬ টি প্রকল্পের বিপরীতে ৩,৪৮,০০,০০০/- (তিন কোটি আটচল্লিশ লক্ষ) টাকা অনুমোদন পাওয়া যায়। অনুমোদিত প্রকল্পসমূহ টেন্ডার/প্রকল্প কমিটি'র মাধ্যমে বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। অগ্রগতি ৯০%।	গ. ময়মনসিংহ জেলার সদর উপজেলাধীন চরভবানীপুর মৌজাস্থ জয়বাংলা বাজারের পার্শ্বে বিদ্যমান ঝুঁকিপূর্ণ ও পরিপক্ক পুরাতন গাছ অপসারণের নিমিত্ত বিধি মোতাবেক গাছ কর্তনের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ, ময়মনসিংহকে অনুরোধ করা হলো।	
ঘ. ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে রাজস্ব বরাদ্দ এর আওতায় ১৫,০০,০০,০০০/- টাকায় ৪৮০টি প্রকল্প গ্রহণপূর্বক স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক বিগত ২৮.১০.২০২১ খ্রিঃ তারিখে ২২৫৮নং স্মারকমূলে ৪৬৭টি প্রকল্পের বিপরীতে ১১,০৪,৮০,০০০/-(এগারো কোটি চার লক্ষ আশি হাজার) টাকা অনুমোদন পাওয়া যায়। অনুমোদিত প্রকল্পসমূহ টেন্ডার/প্রকল্প কমিটি'র মাধ্যমে বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। অগ্রগতি ৯০%। প্রাপ্ত সকল বরাদ্দের বিপরীতে বিধি মোতাবেক প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়িত হচ্ছে।	ঘ. ২০২১-২২ অর্থবছরের সর্বশেষ বিগত ১২.০৬.২০২২ তারিখে মাননীয় সংসদ সদস্য ও মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট হতে বরাদ্দ পাওয়া গিয়েছে। গৃহীত প্রকল্পগুলোর কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ঙ. সরকারি প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে নির্বাচিত তফশিলের ভূমি নিষ্কন্টক কিনা তা নিশ্চিত করে প্রকল্প গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	
ঙ. বিগত ০১.০৬.২০২২ খ্রি. তারিখে ১.৫০ (এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা এবং ১২.০৬.২০২২ খ্রি. তারিখে ১.০০ (এক কোটি) টাকা মোট = ২.৫০ (দুই কোটি পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা জেলা পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা খাতে মাননীয় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী বরাদ্দ শীর্ষক উপ-খাত হতে বরাদ্দ পাওয়া যায়। বরাদ্দকৃত অর্থে প্রকল্প গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। চ. সভাপতি জেলা পরিষদ, ময়মনসিংহ কর্তৃক গৃহীত সকল উন্নয়ন কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং উপজেলার পরিষদের চেয়ারম্যানকে অন্তর্ভূক্ত করার জন্য পরামর্শ দেন। প্রাপ্ত সকল বরাদ্দের বিপরীতে বিধি মোতাবেক প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন যথাযথভাবে হচ্ছে কিনা তদারকি করার জন্য প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ, ময়মনসিংহকে অনুরোধ করেন। এছাড়াও উপজেলা ভিত্তিক প্রকল্পের তালিকা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করেন।		
০২। স্বাস্থ্য বিভাগ সিভিল সার্জন, ময়মনসিংহ সভায় জানান, ক. গত ১০ আগস্ট ২০২২ তারিখ পর্যন্ত ময়মনসিংহ জেলায় ভ্যাকসিন প্রদান কার্যক্রম সম্পর্কিত তথ্যঃ <u>সাইনোফার্ম</u> মোট প্রাপ্ত ভ্যাকসিন- ৫৭০৭০২৭ ডোজ মোট টিকা প্রদান:	ক. কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন কার্যক্রমের সর্বশেষ অবস্থা জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো। খ. আগামী ২৭ আগস্ট ২০২২ তারিখ হতে সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ৫-১২	সিভিল সার্জন/ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল) ময়মনসিংহ সিভিল সার্জন/ উপজেলা নির্বাহী অফিসার(সকল)

১ম ডোজ ২৮৬০৮৫৭ জন ২য় ডোজ ২৬৬৯২৯৫ জন **<u>ফাইজার</u>** মোট প্রাপ্ত ভ্যাকসিন- ১৯৪৮৩৯২ ডোজ মোট টিকা প্রদান: ১ম ডোজ- ৬৫৫১৯৯ জন ২য় ডোজ- ৬১৮৮২৩ জন **<u>মর্ডানা</u>** মোট প্রাপ্ত ভ্যাকসিন- ৬৯১৫৭০ ডোজ মোট টিকা প্রদান: ১ম ডোজ- ১৪৮০৪০ জন ২য় ডোজ- ১৪৭৯৪২ জন **<u>এস্ট্রোজেনেকা</u>** মোট প্রাপ্ত ভ্যাকসিন- ৪১৫৮৪০ ডোজ মোট টিকা প্রদান: ১ম ডোজ- ১৭৬৭৮৫ জন ২য় ডোজ- ১৬৪৮৪২ জন **<u>সিনোভ্যাক</u>** মোট প্রাপ্ত ভ্যাকসিন- ৯৬৪৮০০ ডোজ মোট টিকা প্রদান: ১ম ডোজ- ৪৭৯৩৭৮ জন ২য় ডোজ- ৩৯০১৫২ জন **সর্বমোট টিকা প্রদান** ১ম ডোজ- ৪৩২০২৫৯ (৭২ %), মোট পজিটিভ- ২৭৫২৩ জন (১৪ %), ২য় ডোজ- ৩৯৯১০৪০ (৬৫%) মোট সুস্থ্য - ২৭১১৬ জন (৯৯ %), বুস্টার (৩য় ডোজ)- ১১০৯৮৬৫ (২৮.১%) মৃত্যু- ৩১৯ জন (১.১৬%), মোট স্যাম্পল টেষ্ট: ১৯১৯১৭ জন। খ. ভবিষ্যৎ এ কোভিড-১৯ ও কোভিড এর প্রকোপ মোকাবেলায় হাসপাতালের শয্যা প্রস্তুত এবং যন্ত্রপাতি মজুদসহ সার্বিক প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে এবং উপজেলায় গঠিত কোভিড ১৯ কমিটিসমূহ সক্রিয় রয়েছে। গ. উপজেলা ভিত্তিক ভ্যাকসিন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।	বয়সী শিক্ষার্থীদের কোভিড-১৯ এর টিকা প্রদান ক্যাম্পেইন শুরু হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে টিকা কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। যা পর্যায়ক্রমে উপজেলা, ইউনিয়ন ও কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে ওয়ার্ড পর্যায়ে টিকা কার্যক্রম বিস্তৃত হবে। এজন্য উপজেলা পর্যায়ে প্রস্তুতিমূলক সভা করে পদক্ষেপ গ্রহনের জন্য অনুরোধ করা হলো। গ. অত্র জেলার কোভিড সংশ্লিষ্ট সকল কমিটি এবং সংশ্লিষ্টদের সক্রিয় ভূমিকা পালন করা এবং ভবিষ্যৎ কোভিড-১৯ এর সংক্রমণ রোধে করোনা পরীক্ষা বাড়াতে হবে এবং নো মাস্ক নো সার্ভিস মেনে চলতে হবে। এছাড়া করোনা মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ঘ. সরকারি নীতিমালা অনুসরণ না করে রেজিস্ট্রেশন ও লাইসেন্সবিহীন অবস্থায় চলমান অবৈধ ক্লিনিক/ হাসপাতালগুলো অভিযান চালিয়ে বন্ধ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উপজেলা ভিত্তিক ভ্যাকসিন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এছাড়া রেজিস্ট্রেশন/লাইসেন্সপ্রাপ্ত বৈধ ক্লিনিক/ ডায়াগনোস্টিক সেন্টার/ হাসপাতালগুলোর কার্যক্রম নিয়মিত পরিদর্শন করে কোন অনিয়ম গোচরীভূত হলে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	ময়মনসিংহ ও সংশ্লিষ্ট সকল। সিভিল সার্জন, ময়মনসিংহ/ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল) ময়মনসিংহ ও সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা সিভিল সার্জন/অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট/ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), ময়মনসিংহ ও সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা
০৩। ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন		
সচিব, ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন সভায় জানান, ১। সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নঃ ক) ''ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন এলাকার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প'' চলমান রয়েছে যার গড় অগ্রগতি- ৯০.৬০%। খ) ''ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন এলাকার বিভিন্ন সড়কে সড়কবাতি স্থাপন প্রকল্প'' চলমান রয়েছে যার গড় অগ্রগতি- ৬২.৭৩% গ) ''ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের সড়ক উন্নয়ন ও ড্রেনেজ নেটওয়ার্কসহ নাগরিক সেবা উন্নতকরণ প্রকল্প'' এর ২৯টি প্যাকেজের কাজ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নির্বাচিত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং বাস্তবায়ন চলমান। গড় অগ্রগতি ৮.১৬%। ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের প্রকৌশল বিভাগের কারিগরি কর্মকর্তাগণ এর সার্বক্ষণিক তদারকির মাধ্যমে গুণগত মান বজায় রেখে কাজ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ সমাপ্ত হবে।। ৩। সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন রাস্তায় বিশেষ করে	ক. গৃহীত প্রকল্পসমূহের কাজ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গুণগত মান বজায় রেখে সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য অনুরোধ করা হলো। খ. ময়মনসিংহ শহরে ও উপজেলা পর্যায়ে আবাসিক এলাকায় দাহ্য পদার্থের কারখানা/ গুদাম থাকলে তা নিরাপদ অবস্থানে সরানোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো। গ. শহরের বিভিন্ন রাস্তায় বিশেষ করে ছুটির দিনে জয়নুল উদ্যানে/ পার্কে দল	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন/ সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠান প্রধান। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সিটি কর্পোরেশন/ পুলিশ

ছুটির দিনে জয়নুল উদ্যান/পার্কে দলবেধে বিকট শব্দের মটর সাইকেল চালানো রোধ করার জন্য বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ এর মাধ্যমে নিয়মিত ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হচ্ছে। ৪। বিসিক শিল্প নগরীতে বর্জ্য যথাসময়ে অপসারণের বিষয়ে বিসিক কর্তৃপক্ষকে পত্র দেয়া হয়েছে। ডেঙ্গু প্রতিরোধে এডিস মশা নিয়ন্ত্রণে ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় গৃহীত কার্যক্রমের বিবরণ: ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের প্রতিটি ওয়ার্ডের সকল সরকারী/ বেসরকারী অফিস ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মশা নিধনে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এডিস মশা নিধনে নির্মাণাধীন বাড়ি, ছাদ, বাগান, পুরনো টায়ারের দোকান ও অন্যান্য বাড়ি পরিদর্শন করে ব্যবস্থা গ্রহণ কার্যক্রম চলমান আছে। ড্রেন, নর্দমায় মশার উৎপত্তিস্থল সনাক্ত করে মশা নিধনে লার্ভিসাইড ছিটানোর কার্যক্রম চলমান আছে। উড়ন্ত মশা নিধনে ফগার মেশিনের সাহায্যে মশক নিধন কার্যক্রম নিয়মিত চলমান আছে। মশার উৎপত্তিস্থল ধংসের লক্ষ্যে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। মশক নিধন ও মশা বাহিত রোগ প্রতিরোধকল্পে "নিজ আঙ্গিনা পরিস্কার রাখি, সবাই মিলে সুস্থ থাকি" এই শ্লোগান নিয়ে সিটি কর্পোরেশনে ৩৩ টি ওয়ার্ডে স্ব স্ব কাউন্সিলরগণের নেতৃত্বে পরিচ্ছন্নতা অভিযান, লিফলেট বিতরন, মাইকিং করা এবং সর্বস্তরের প্রচার প্রচারণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ওয়ার্ড কাউন্সিলরগণের নেতৃত্বে শিক্ষক-ছাত্র প্রতিনিধি, সরকারী সংস্থা এবং অন্যান্য সংস্থার প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে প্রতিটি ওয়ার্ডের নালা নর্দমা, খাল, মজা পুকুর পরিস্কারকরণ কাজ চলমান আছে। সিটি কর্পোরেশনের প্রায় শতভাগ এলাকা মশক নিধনের আওতায় আছে। ০৫। বিদ্যুৎ ও টেলিফোন বিল পরিশোধ চলমান রয়েছে। ০৬। ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ চলমান রয়েছে। ০৭। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন পার্কে ভাসমান দোকানের অত্যাধিক হওয়ায় ভাসমান দোকানের সংখ্যা যৌক্তিক কমানোর বিষয়ে আলোচনা করা গয়।	বেধে বিকট শব্দের হর্ণ বাজিয়ে দ্রুতগতিতে মটর সাইকেল চালানো রোধ করার জন্য মোবাইল কোর্ট পরিচালনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গ. বিসিক শিল্পনগরীতে বর্জ্য দ্রুত অপসারণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ও শহরের বিভিন্ন জায়গায় মশা নিধনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনকে অনুরোধ জানানো হয়। ঘ. ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় মশক নিধন কার্যক্রম বাৎসরিক পরিকল্পনার ভিত্তিতে নিয়মিতভাবে অব্যাহত রাখতে হবে। যে সকল স্থানে লার্ভা পাওয়া যাচ্ছে সে সকল স্থানে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ এবং সিটি কর্পোরেশনের জোন ভিত্তিক প্রতিটি ওয়ার্ডের সর্বত্র মশক নিধন কার্যক্রম জোরদার করণের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনকে অনুরোধ জানানো হয়। চ. স্কুল কলেজের পাঠদান সময়কালে যেন শিক্ষার্থীরা ব্রহ্মপুত্র নদের পাড়ে ও জয়নুল উদ্যানে/ পার্কের অভ্যন্তরে অবাধে বিচরণ করতে না পারে সেজন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এছাড়া জয়নুল উদ্যান/ পার্কের বাঁধ সংলগ্ন/ তীরের নীচের অংশে মোটর সাইকেল স্ট্যান্ড নির্মাণের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো। ছ. শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন পার্কে ভাসমান বিভিন্ন দোকানের সংখ্যা যৌক্তিক পর্যায়ে কমানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	সুপার/ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, ময়মনসিংহ ও সংশ্লিষ্ট সকল। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সিটি কর্পোরেশন/ উপ-পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন/ জেলা শিক্ষা অফিসার ও সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ
০৪। সড়ক ও জনপথ বিভাগ		
নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ বিভাগ, ময়মনসিংহ সভায় জানান, নতুন অর্থ বছরের শুরুতে নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ ও প্রাক্কলন প্রস্তুতের কাজ শুরু হয়েছে। চলতি অর্থ বছরের বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে নতুন প্রকল্পের কাজ শুরু হবে। বর্তমানে নির্মাণ সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় নতুন প্রাক্কলন অনুমোদন করা সম্ভব হচ্ছে না। ক. ঢাকা-ময়মনসিংহ ফোরলেন রাস্তা দিনে দিনে দুর্ঘটনা প্রবণ হয়ে উঠছে এবং হাইওয়ে রাস্তা দখল করে অস্থায়ী বাজার/ ফলের দোকান/ স্থাপনা/ মার্কেট গড়ে উঠায় সড়ক দূর্ঘটনা ক্রমেই বাড়ছে। সড়ক দূর্ঘটনা রোধে স্থায়ী/ অস্থায়ী স্থাপনা করা প্রয়োজন মর্মে সভায় আলোচনা করা হয়।	ক. সড়ক দূর্ঘটনা রোধ/ কমানোর লক্ষ্যে ঢাকা-ময়মনসিংহ ফোরলেন হাইওয়ে রাস্তা দখল করে গড়ে উঠা অস্থায়ী বাজার/ দোকান/ স্থাপনা/ মার্কেট উচ্ছেদ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী,সওজ'কে অনুরোধ জানানো হয় খ. ময়মনসিংহ জেলায় বিভিন্ন সড়কের পাশে ফেলে রাখা মালিক বিহীন বালু অপসারণ এবং রোড ডিভাইডার কেটে রাস্তা তৈরি বন্ধে হাই রোড ডিভাইডার প্রদানের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, ময়মনসিংহ'কে অনুরোধ জানানো হয়।	নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ, ময়মনসিংহ/ পুলিশ সুপার, হাইওয়ে পুলিশ/ সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সংশ্লিষ্ট সকল

খ. নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগের মাধ্যমে জেলার বিভিন্ন সড়কের পাশে ফেলে রাখা মালিক বিহীন বালু ও নির্মাণ সামগ্রী অপসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। এছাড়া রোড ডিভাইডার কেটে রাস্তা তৈরি বন্ধে হাই রোড ডিভাইডার প্রদানের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।		
গ. ময়মনসিংহ-শেরপুর রোডে সড়ক দূর্ঘটনা বেড়ে যাওয়ায় কমিটি গঠন করে যানবাহন মালিক সমিতির সাথে সভা করে দূর্ঘটনা রোধে প্রয়োজনীয় সতর্কতার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। ঘ. ত্রিশাল বালিপাড়া সড়কসহ সকল রাস্তা মেরামত করা হয়েছে। উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ফুলবাড়ীয়া টু মুক্তাগাছা সড়ক সম্প্রসারণ করা হবে। খেরুয়াজানি ইউনিয়নের ষাড়েরবান্ধা স্থানটি সংস্কার করা হয়েছে। ঙ. ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সামনে জনগণের নিরাপদে চলাচলের স্বার্থে এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে নির্মাণের বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়।	গ. ময়মনসিংহ-শেরপুর রোডে সড়ক দূর্ঘটনা বেড়ে যাওয়ায় যানবাহন মালিক সমিতির সাথে কমিটির সভা করে যানবাহন চালকদের সতর্ক করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়। ঘ. সড়কের সকল গুচ্ছ প্রোগ্রাম দিয়ে ত্রিশালের বালিপাড়া সড়কসহ সকল রাস্তা মেরামত ও ফুলবাড়ীয়া টু মুক্তাগাছা সড়ক সম্প্রসারণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। খেরুয়াজানি ইউনিয়নের ষাড়েরবান্ধা স্থানটি নিচু হওয়ায় বৃষ্টির পানি জমে রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় তা সংস্কার করা করা হয়েছে। ঙ. ময়মনসিংহ মেডিকেল হাসপাতালের সামনে জনগণের নিরাপদে চলাচলের স্বার্থে এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে নির্মাণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	
০৫। **স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর** নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ সভায় জানান, ক. কাজের গুনগতমান বজায় রেখে নির্দিষ্ট সময়ে কাজ সমাপ্তির জন্য নিবিড়ভাবে মনিটরিং করা হচ্ছে। খ. জরাজীর্ণ সড়কগুলির মধ্যে আংশিক উপজেলা সড়ক ও ইউনিয়ন সড়ক মেরামতের কাজ বাস্তবায়নের নিমিত্ত টেন্ডার প্রক্রিয়াধীন। পর্যায়ক্রমে অন্যান্য সড়কগুলো মেরামত করা হবে।	ক. কাজের গুনগত মান বজায় রেখে গৃহীত প্রকল্প সমূহের কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করার জন্য চলমান প্রকল্প সমূহ নিবিড়ভাবে মনিটরিং করা হচ্ছে। খ. স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতাধীন তালিকাভুক্ত জরাজীর্ণ সড়কগুলির মধ্যে নান্দাইল উপজেলা ৪টি সড়ক মেরামত ও সংরক্ষণ খাত হতে মেরামত কাজ চলমান আছে এবং বাকী সড়কগুলি চলতি ২০২২-২০২৩ অর্থ বৎসরে গ্রামীণ সড়ক মেরামত ও সংরক্ষণ কর্মসূচীর আওতায় বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তাবিত আছে।	নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, ময়মনসিংহ / উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), ময়মনসিংহ ও সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা
গ. বীর মুক্তিযোদ্ধাদের নামে নামকরনের জন্য প্রেরিত অনুমোদিত সড়কের তালিকা সমূহ সংগ্রহ করে এলজিইডি'র হেড কোয়ার্টারে প্রেরণ করা হয়েছে। পরবর্তীতে আরও কোন তথ্য প্রাপ্ত হলে সেগুলো এলজিইডি'র হেড কোয়ার্টারে অগ্রায়িত করা হবে। ঘ. যানযট নিরসন ও শহর সম্প্রাসারন কল্পে বাইপাস সড়ক নির্মানের জন্য জেলখানার ঘাটে ব্রক্ষপুত্র নদের উপর বীর মুক্তিযোদ্ধা শেখ কামাল সেতু নির্মাণের ডিপিপি প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন। ঙ. উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবনসমূহ উদ্বোধনের ব্যবস্থা গ্রহণসহ দোকানগুলো ভাড়া দেয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে অনুরোধ করা হয়েছে।	গ. মন্ত্রণালয় হতে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের নামে নামকরনের জন্য প্রেরিত অনুমোদিত সড়কের তালিকাসমূহ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও উপজেলা প্রকৌশলী কর্তৃক নির্ধারিত ছক পূরণ পূর্বক নাম সংশোধনের জন্য সড়কের তথ্যাদি প্রেরণ করা হলে সেগুলি রোড ইনভেন্টরীতে অন্তভূক্তির জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রেরণ করা হবে। ঘ. যানযট নিরসন ও শহর সম্প্রসারণ কল্পে বাইপাস সড়ক নির্মাণের জন্য জেলখানার ঘাটে বক্ষপুত্র নদের উপর বীর মুক্তিযোদ্ধা শেখ কামাল ব্রীজের ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াসহ ডিপিপি প্রণয়ন চলমান আছে। ঙ. অত্র জেলার ১৩টি মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবনের মধ্যে ১২টি ইতিমধ্যে হস্তান্তর করা হয়েছে।অবশিষ্ট ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ সমাপ্ত হয়েছে। অচিরেই হস্তান্তর করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, ময়মনসিংহ / উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), ময়মনসিংহ।

০৬। <u>গণপূর্ত বিভাগ</u> নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, ময়মনসিংহ সভায় জানান, কাজের গুণগত মান অক্ষুন্ন রেখে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সকল কাজ সম্পন্ন করার নিমিত্ত সরেজমিন প্রকল্প পরিদর্শনসহ মনিটরিং ব্যবস্থা অব্যাহত রয়েছে। বিগত অর্থ বছরের চলমান কাজ সফলভাবে সমাপ্ত হয়েছে। ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগারের নতুন ভবনের নির্মাণ কাজের আরডিপিপি অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন আছে। আনুষঙ্গিক কাজসমূহ দ্রুত সম্পন্ন করে নতুন ভবন হস্তান্তর করা হবে। ময়মনসিংহ পুলিশ লাইনে ৬তলা ভিত বিশিষ্ট পুলিশ ব্যারাক ভবনের ২য় তলা থেকে ৬ষ্ঠ তলা পর্যন্ত উর্ধ্বমূখী নির্মাণ কাজের অগ্রগতি ১০০%। হাইওয়ে পুলিশ গাজীপুর এর আওতাধীন ৬তলা ভিতসহ ২তলা নান্দাইল (ময়মনসিংহ) হাইওয়ে থানা ভবন নির্মাণ কাজ। কাজের অগ্রগতি ৭০%। জেলা সমাজ সেবা কার্যালয়, ময়মনসিংহ (৬ তলা ভীত বিশিষ্ট ৬ তলা ভবন) কাজের অগ্রগতি ১০০%।	ক. গণপূর্ত বিভাগের চলমান উন্নয়ন প্রকল্পের তালিকাসহ বিভাগীয় তথ্য প্রদানের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। খ.ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগারের নতুন ভবনের নির্মাণ কাজ ও আনুষঙ্গিক কাজ দ্রুত সম্পন্ন করে হস্তান্তর করার জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, ময়মনসিংহ অনুরোধ জানানো হয়। এছাড়া নির্মাণ সম্পন্ন ৫টি নতুন আবাসিক ভবনসমূহের সাথে সংযোগ সড়ক না থাকায় অবহেলিত অবস্থায় অব্যবহৃত রয়েছে। উল্লিখিত নতুন আবাসিক ভবনসমুহ উদ্বোধন ও ব্যবহারের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ/ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), সংশ্লিষ্ট সকল। নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ/ সিনিয়র জেল সুপার, কেন্দ্রীয় কারাগার, ময়মনসিংহ
"বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন সচিবালয়ের ৭টি আঞ্চলিক কার্যালয় প্রতিষ্ঠাসহ সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ" প্রকল্পের আওতায় ময়মনসিংহ আঞ্চলিক কার্যালয় (৪তলা ভিতসহ ৩তলা পর্যন্ত) মাল্টিপারপাস হল এবং আনুসাঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণ কাজ নতুন ডিজাইন অনুযায়ী শুরু হয়েছে। টেস্ট পাইলের টেস্ট সম্পন্ন, সার্ভিস পাইলের লে-আউটের নকশা পাওয়া গিয়েছে, শীঘ্রই ড্রইভিং শুরু হবে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ময়মনসিংহ আঞ্চলিক কার্যালয়ের সাইট ডেভেলপমেন্ট কাজ মূল ভবনের সাথে সমন্বয় করে কাজ করা হবে। এছাড়া ময়মনসিংহ গণপূর্ত বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন জুন/২০২২ মাসের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি চলমান রয়েছে।	গ. ময়মনসিংহ জেলার বিভিন্ন উপজেলার কাজ সম্পন্নকৃত ইউনিয়ন ভূমি অফিসের দ্রুত হস্তান্তরের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানানো হয়।	নির্বাহী প্রকৌশলী গণপূর্ত বিভাগ/ অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)/ উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ময়মনসিংহ
<u>খ. শহীদ মুক্তিযোদ্ধা ও অন্যান্য বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সমাধিস্থল সংরক্ষণ ও উন্নয়ন (১ম পর্যায়)</u> 1) Construction of Graveyard at Haluaghat, Iswarganj, Nandail, Gouripur Upazilla. (16 nos.) ১৫টি কবরের কাজ সম্পন্ন। ১টি কবর বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে অবস্থিত হওয়ায় নির্মাণ করা সম্ভব হবে না। কাজের অগ্রগতি ৯৭%। 2) Construction of Graveyard at Phulbaria, Phulpur Upazilla under Mymensingh District.(13 nos.) কাজের অগ্রগতি ৯৮%। কাজ সম্পন্ন এবং হস্তান্তর প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। 3) Preservation and Development of Buried of the Freedom Fighters (1st Phase) Sub-Head: Construction of 100 nos (Serial No 1-100) Graveyard at Sadar Upazilla in Mymensingh District. অগ্রগতি ৭৫%। 4) Preservation and Development of Buried of the Freedom Fighters (1st Phase) Sub-Head: Construction of 100 nos (Serial No-101-200) Graveyard at Sadar Upazilla in Mymensingh District. কাজের অগ্রগতি ৭৮%। 5) Preservation and Development of Buried	ঘ. ময়মনসিংহ জেলার শহীদ/ প্রয়াত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সমাধি/কবরগুলোকে যথাযথভাবে সংরক্ষণের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং ইতোমধ্যে পাকাকরণের মাধ্যমে সংরক্ষিত কবরগুলোর তালিকা প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।	নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ/ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), সংশ্লিষ্ট সকল।

of the Freedom Fighters (1st Phase) Sub-Head: Construction of 100 nos (Serial No-201-322) Graveyard at Sadar Upazilla in Mymensingh District. কাজের অগ্রগতি ৫৫%। অবশিষ্ট শহীদ মুক্তিযোদ্ধা ও অন্যান্য বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সমাধিস্থল সংরক্ষণ ও উন্নয়ন ১ম পর্যায়ের কাজ শতভাগ শেষ হয়েছে। নির্মাণ কাজ সম্পন্ন এবং হস্তান্তরিত হয়েছে।		
০৭। পানি উন্নয়ন বোর্ড		
ক. নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, ময়মনসিংহ জানান, কাজের গুণগত মান বজায় রাখার জন্য এবং চলমান প্রকল্পসমূহ নির্দিষ্ট সময়ে সমাপ্তির জন্য নিয়মিতভাবে মনিটরিং করা হচ্ছে। বাস্তব অগ্রগতি ৯২%। কাজের গুণগত মান বজায় রাখার জন্য এবং চলমান প্রকল্পসমূহ নির্দিষ্ট সময়ে সমাপ্তির জন্য নিয়মিতভাবে মনিটরিং করা হচ্ছে। • "৬৪ টি জেলার অভ্যন্তরস্থ ছোট নদী, খাল এবং জলাশয় পুনঃ খনন প্রকল্প (১ম পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্পের ২য় সংশোধিত প্রকল্প গ্রহন করা হয়েছে। ভালুকা উপজেলায় খীরু নদী (২৪.৩০০ কিঃমিঃ); লাইথি নদী (১৪.৬০০ কিঃমিঃ) ও বিলাইজুড়ী খাল (৪.৯৫০ কিঃমিঃ) পুনঃখনন, মুক্তাগাছা উপজেলায় দুবলাকুড়ি খাল (৪.৫০০ কিঃমিঃ) এবং ময়মনসিংহ সদর উপজেলায় গোজাদার বিলের খাল (১.০০০ কিঃমিঃ) পুনঃখনন অর্ন্তভূক্ত আছে। • মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রতিশ্রুত "ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁও উপজেলাধীন চরআলগী ইউনিয়ন রক্ষার্থে ব্রহ্মপুত্র নদের বাম তীরে বেড়ী বাঁধ নির্মাণ" প্রকল্পের আওতায় ২৮.০০ কিঃমিঃ খাল খনন, ২২.৯০২ কিঃমিঃ বেড়ী বাধ নির্মাণ এবং ৪ টি রেগুলেটর নির্মাণ কাজ অন্তর্ভূক্ত আছে। প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হয়েছে।	ক. ডেল্টা প্ল্যানের এবং খাল খননের গৃহীত কার্যক্রমে গুণগত মান বজায় রেখে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজের সফল বাস্তবায়ন এবং কাজের হালনাগাদ তথ্যাদি প্রদান করার জন্য অনুরোধ করা হলো। এছাড়া ময়মনসিংহ শহরের বিভিন্ন পুকুর/ জলাধার সংরক্ষণের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্যও অনুরোধ করা হলো। খ. চরআলগী ইউনিয়নে বেড়ীবাধঁ নির্মাণের সমস্যা সংক্রান্ত বিষয়টি পত্রের মাধ্যমে অত্র কার্যালয়কে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হয়। গ. ধোবাউড়া উপজেলার নিতাই নদীর বেড়ীবাঁধ এবং আশেপাশের বাঁধগুলো মেরামতের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো। ঘ. বেগুনবাড়ীর সুতিয়া নদী নাব্যতা হারাতে বসেছে তাই নদী রক্ষায় নদীর আশেপাশের সীমানায় স্থাপিত অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করতে হবে।	নির্বাহী প্রকৌশলী পাউবো/ উপপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর/ নির্বাহী প্রকৌশলী, বিআইডব্লিউটিএ/ সংশ্লিষ্ট উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান/ উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং সংশ্লিষ্ট সকল।
• ধোবাউড়া উপজেলার নিতাই নদীর মূল বেড়ীবাধেঁর ৩ টি স্থানে এবং বিকল্প বাঁধের ১ টি স্থানে বিগত বন্যায় ব্রীচের সৃষ্টি হয়েছে। ব্রীচ ক্লোজিং কাজ সমাপ্ত রয়েছে। "জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় ময়মনসিংহ জেলার নান্দাইল উপজেলার অন্তর্গত নান্দাইল পৌর এলাকার নরসুন্দা নদীর বামতীরে চারাণীপাড়া দরগা হতে আচারগাঁও ব্রীজ পর্যন্ত তীর সংরক্ষণ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৩২০.০০ মিটার স্থায়ী তীর প্রতিরক্ষা কাজ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ৭৮%।	ঙ. ময়মনসিংহ শহরের শম্ভুগঞ্জ ব্রীজের জয় বাংলা চত্বর সংলগ্ন শহর রক্ষা বাঁধের নিচে প্লট আকারে ঘর তৈরি করে অবৈধভাবে বসবাস করছেন মর্মে অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে। নির্বাহী প্রকৌশলী, বাপাউবো, ময়মনসিংহ বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সহায়তায় জরুরিভিত্তিতে অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণসহ উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	নির্বাহী-প্রকৌশলী বাপাউবো/ নির্বাহী প্রকৌশলী, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড-৩, শম্ভুগঞ্জ, ময়মনসিংহ/ উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সদর এবং সংশ্লিষ্ট সকল।
ময়মনসিংহ জেলার সদর উপজেলার পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদের বামতীরে ময়মনসিংহ শহর ও নদীর তীর রক্ষা প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের ৬.০০ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ চলমান। ধোবাউড়া উপজেলায় নিতাই নদী বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের ক্ষতিগ্রস্থ অংশে দুটি স্থানে মোট ১৮০ মিটার দৈর্ঘ্যে বাঁধ মেরামত ও তীর প্রতিরক্ষা কাজ চলমান।	চ. ময়মনসিংহ জেলার সদর উপজেলাসহ অন্যান্য উপজেলায় বিভিন্ন জায়গায় অতি বৃষ্টি ও পাহাড়ী ঢলে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয় ফলে জনজীবনে কষ্ট ও ভোগান্তি নেমে আসে। যেসব জায়গায় জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয় সে সব জায়গা চিহ্নিত করে দ্রুত সমাধানের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড,	নির্বাহী প্রকৌশলী বাপাউবো/ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল) ময়মনসিংহ এবং সংশ্লিষ্ট সকল।

হালুয়াঘাট উপজেলায় ধুরাইল ইউনিয়নে ইছামতী নদীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের ক্ষতিগ্রস্থ অংশে দুটি স্থানে মোট ২৫০ মিটার দৈর্ঘ্যে বাঁধ মেরামত ও তীর প্রতিরক্ষা কাজ চলমান। হালুয়াঘাট উপজেলায় ভূবনকূড়া ইউনিয়নে মেনাং নদীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের ক্ষতিগ্রস্থ অংশে পাঁচটি স্থানে মোট ১১০৫ মিটার দৈর্ঘ্যে বাঁধ মেরামত ও তীর প্রতিরক্ষা কাজ চলমান।	ময়মনসিংহকে অনুরোধ জানানো হয়।	
০৮। জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস জেলা শিক্ষা অফিসার, ময়মনসিংহ সভায় জানান ক. স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০২২ যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন উপলক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে আলোচনা সভা ও বিভিন্ন প্রতিযোগিতা ইত্যাদি কর্মসূচি যথাযথ মর্যাদায় পালনের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানদের নির্দেশনা প্রদান করা হয় এবং যথাযথভাবে শোক দিবস পালিত হয়েছে।	ক. গৃহীত প্রকল্পসমূহের কাজগুলো গুণগত মান বজায় রেখে সম্পন্ন করার জন্য অনুরোধ করা হলো।	জেলা শিক্ষা অফিসার, ময়মনসিংহ/ উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ এবং সংশ্লিষ্ট সকল।
খ. সম্প্রতি কোভিড-১৯ এ আক্রান্তের হার বৃদ্ধি পাওয়ায় স্বাস্থ্যবিধি যথাযথ অনুসরণ পূর্বক মাস্ক পরিধান সাপেক্ষে এবং সামাজিক/ শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে শিক্ষা ও দাপ্তরিক কার্যক্রম যথারীতি চলমান রয়েছে।	খ. কোভিড-১৯ এ আক্রান্তের হার বৃদ্ধি পাওয়ায় স্বাস্থ্যবিধি যথাযথ অনুসরণপূর্বক মাস্ক পরিধান এবং সামাজিক/ শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	
গ. ময়মনসিংহ শহরের নাহা রোড ও বাউন্ডারী রোডের যত্রতত্র কোচিং সেন্টার গড়ে উঠেছে। উক্ত কোচিং সেন্টারসমুহ কোন ধরণের স্বাস্থ্য বিধি না মেনেই কোচিং সেন্টারের ধারণ ক্ষমতার চেয়ে অধিক সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে স্কুল খোলা রাখা সময়ে কোচিং সেন্টার পরিচালনা করা হচ্ছে। উক্ত কোচিং সেন্টার সমূহে স্বল্প জায়গায় অধিক শিক্ষার্থীকে পাঠদান করায় গরমে শিক্ষার্থীরা অসুস্থ হয়ে পড়ছে। শহরের উল্লিখিত কোচিং সেন্টার সমূহকে নীতিমালা মোতাবেক তদারকি করার বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	গ. ময়মনসিংহ জেলায় স্কুল চলাকালীন সময়ে কোন কোচিং সেন্টার চলতে পারবে না। শহরের নাহা রোড ও বাউন্ডারী রোডের যত্রতত্র গড়ে উঠা কোচিং সেন্টার সমুহে স্বাস্থ্যবিধি মেনে একজন শিক্ষক অপর স্কুলের সর্বোচ্চ ২০ জন শিক্ষার্থীকে স্কুল সময়ে পাঠদান করতে পারবেন। উল্লিখিত কোচিং সেন্টার সমূহ নীতিমালা মোতাবেক পরিচালনার ক্ষেত্রে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	জেলা শিক্ষা অফিসার/ বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট/ উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ, ময়মনসিংহ
ঘ. ময়মনসিংহ জেলার অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ঝুলন্ত সিলিং ফ্যান ও বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির সক্ষমতা/ কার্যকারিতা নিয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানদের নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের ফ্যানসহ বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি পরীক্ষা করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করার বিষয়ে আলোচনা করা হয়।	ঘ. ময়মনসিংহ জেলার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সিলিং ফ্যান ও বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি পরীক্ষা করে প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর শিক্ষা অফিসে রিপোর্ট প্রেরণ এবং কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে যথানিয়মে সমাধানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এছাড়া ক্লাস চলাকালীন সময়ে স্কুল পলায়ন প্রবণতা রোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হয়।	জেলা শিক্ষা অফিসার/ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার/ বিদ্যুৎ বিভাগ ও সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ, ময়মনসিংহ
০৯। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, ময়মনসিংহ জানান ক. ময়মনসিংহ জেলার ১৩ টি উপজেলার ২১৪০ টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বর্তমানে স্বাস্থ্যবিধি মেনে প্রাক-প্রাথমিক হতে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত সরাসরি শ্রেণি কার্যক্রম চালু করা হয়েছে বিদ্যালয়গুলোতে নিয়মিত পরিদর্শনের মাধ্যমে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে শ্রেণী কার্যক্রম যথাযথভাবে পরিচালনার বিষয়ে উপজেলা শিক্ষা অফিসার, সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার, প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকগণকে প্রয়োজনীয়	ক. সকল বিদ্যালয়গুলোতে নিয়মিত পরিদর্শনের মাধ্যমে করোনায় স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান এবং বিদ্যালয়ের শ্রেণী কার্যক্রম যথাযথভাবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে পরিচালনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। খ. আগামী ২৭ আগস্ট ২০২২ তারিখ হতে সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ৫-১২ বয়সী শিক্ষার্থীদের কোভিড-১৯ এর টিকা প্রদান	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) / উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল) / জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, ময়মনসিংহ জেলা শিক্ষা অফিসার/ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা

নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। খ. আগামী ২৭ আগস্ট ২০২২ তারিখ হতে ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৫-১২ বছর বয়সী শিক্ষার্থীদের কোভিড-১৯ এর টিকা প্রদানের লক্ষ্যে উপজেলা ভিত্তিক স্কুল ও মাদ্রাসার পৃথক পৃথক ছকে তালিকা/ সংখ্যাগত তথ্য/চাহিদা পত্র চাওয়া হয়েছে। এছাড়াও কোন শিক্ষার্থী যাতে টিকা গ্রহণ হতে বাদ না পড়ে এ বিষয়ে শিক্ষার্থীদের টিকার রেজিস্ট্রেশন ও ডোজ গ্রহণের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানদের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। গ. বন্যা কবলিত এলাকায় আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ খোলা রাখাসহ বন্যাদুর্গতরা যেন দূর্যোগের সময়ে আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ভবনগুলো ব্যবহার এবং সেখানে ত্রাণ সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন এ বিষয়ে উপজেলা শিক্ষা অফিসার, সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার, প্রধান শিক্ষকগণকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।	ক্যাম্পেইন শুরু হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে টিকা কেন্দ্র স্থাপন করা হবে।যা পর্যায়ক্রমে উপজেলা, ইউনিয়ন ও কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে ওয়ার্ড পর্যায়ে টিকা কার্যক্রম বিস্তৃত হবে। এজন্য জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রস্তুতিমুলক সভা করে শিক্ষার্থীদের তালিকা প্রেরণ ও টিকার রেজিস্ট্রেশনের পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো। গ. বন্যা কবলিত এলাকায় আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসার ভবন সমূহ খোলা রাখতে হবে। বন্যাদুর্গতরা যেন দুর্যোগের সময়ে আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ভবনগুলো ব্যবহার এবং সেখানে ত্রাণ সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানানো হয়।	অফিসার, ময়মনসিংহ ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)
১০। শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর ক. নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ সভায় জানান, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত ময়মনসিংহ জেলায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চলমান উন্নয়ন কাজের সংখ্যা ২৯০ টি। শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত ময়মনসিংহ জেলায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চলমান উন্নয়ন কাজের সংখ্যা ২৪৭ টি। * নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন প্রকল্পভুক্ত ৪তলা ভবন সংখ্যা ১১০ টি। তার মধ্যে ৫০ টি সম্পন্ন হয়েছে এবং ৬০ টি চলমান আছে। বর্তমান কাজের গড় অগ্রগতি ৮০%। * নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ প্রকল্পভুক্ত ভবন সংখ্যা ১১২ টি। তার মধ্যে ৭৭ টি সম্পন্ন হয়েছে এবং ৩৫ টি চলমান আছে। বর্তমান কাজের গড় অগ্রগতি ৯৫%। * সরকারি কলেজসমূহে বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ প্রকল্পের আওতায় ৪টি ৬-তলা ভবন নির্মাণ কাজ চলমান আছে। বর্তমান গড় অগ্রগতি ৩৫%। * শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষে জেলা সদরে অবস্থিত পোস্টগ্র্যাজুয়েট কলেজসমূহের উন্নয়ন এর আওতায় আনন্দমোহন সরকারি কলেজে ১টি ১০-তলা ভবন নির্মাণ কাজ চলমান। বর্তমান অগ্রগতি ৩২%। * নির্বাচিত ৯ (নয়) টি সরকারি কলেজসমূহের উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় আনন্দমোহন সরকারি কলেজে ১টি ৫-তলা মহিলা শিক্ষক ডরমিটরী ভবন নির্মাণ কাজ চলমান। বর্তমান অগ্রগতি ৫৫%। * ১০০ টি উপজেলায় একটি করে টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ স্থাপন প্রকল্প। বর্তমান গড় অগ্রগতি-৯৫% * সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ৫ টি ৬তলা ভবন নির্মাণ কাজ চলমান। বর্তমান গড় অগ্রগতি ৪৩%। * নির্বাচিত বেসরকারি মাদ্রাসাসমূহের উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ৬০ টি ৪তলা ভবন নির্মাণ কাজ চলমান। তার মধ্যে ৮ টি সম্পন্ন হয়েছে, ৫২ টি চলমান আছে। কাজের বর্তমান গড় অগ্রগতি- ৬০%।	ক. ময়মনসিংহ জেলাধীন সরকারি-বেসরকারি স্কুলের ভবন নির্মাণ, সংস্কার ও উন্নয়ন কার্যক্রমের সার্বিক তদারকিসহ এ বিষয়ে নিয়মিত প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো। খ. চলতি মাস হতে ময়মনসিংহ কালেক্টরেট স্কুলের ভবনের প্ল্যান ডিজাইন অনুযায়ী নির্মাণ কাজ শুরু হবে। ভবন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করে পর্যায়ক্রমে বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণের জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, ময়মনসিংহকে অনুরোধ জানানো হয়।	নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর/ অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি)/ সকল উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ময়মনসিংহ/ সংশ্লিষ্ট সকল নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর/ উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সদর, ময়মনসিংহ

* ময়মনসিংহ মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন প্রকল্পের আওতায় ৭ টি ভবন নির্মাণ কাজ চলমান। বর্তমান গড় অগ্রগতি ৪০%। * অনুন্নয়ন বাজেটের আওতায় নতুন/সম্প্রসারণ-৮০ টি ভবন নির্মাণ কাজ চলমান। * তাছাড়া সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বাৎসরিক মেরামত ও সংস্কার কাজ ও আসবাবপত্র সরবরাহ কাজ চলমান আছে। যথাযথ সুপারভিশন ও মনিটরিং এর মাধ্যমে কাজের গুণগতমান অক্ষুন্ন রেখে সমস্ত উন্নয়ন ও মেরামত কাজ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। খ. সভাপতি বলেন কাজের গুণগত মান বজায় রেখে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সকল কাজ করতে হবে এবং চলমান প্রকল্পের কার্যক্রম নিবিড়ভাবে মনিটরিং করার জন্য অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণকে অনুরোধ করেন।		
১১। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ সভায় জানান, চলতি বন্যা মোকাবেলায় পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট, অস্থায়ী নলকূপ স্থাপন, বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত নলকূপ মেরামতের জন্য পর্যাপ্ত জনবল ও সার্বিক প্রস্তুতি রয়েছে। **১. সমগ্র দেশে নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্পঃ** বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় ২০২২-২৩ অর্থ বছরের জন্য বিভিন্ন ধরনের পানির উৎসের বরাদ্দকৃত ৩৭৭০ টি নলকূপের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে এবং কাজের অগ্রগতি প্রায় ৮০%। **২. NBIDGPS-1/NBIDNNGPS-1 প্রকল্পঃ** সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের আওতায় ময়মনসিংহ জেলার বিভিন্ন উপজেলায় ১২৮ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ওয়াশ বলক নির্মাণ কাজের কাজ চলমান রয়েছে। কাজের অগ্রগতি ৮৫% । **৩. পিইডিপি-৪ প্রকল্পঃ** উল্লেখিত প্রকল্পের আওতায় ১৯ টি প্যাকেজের অধীন ৯৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ওয়াশ ব্লক নির্মাণ কাজের মধ্যে ২৫টি কাজ সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট কাজ চলমান রয়েছে। ৩২৭ টি বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ওয়াশ ব্লকের বড় ধরনের মেরামত কাজের মধ্যে ১০ টি প্যাকেজে ২৬০ টি ওয়াশ ব্লকের মেরামত কাজ সম্পন্ন হয়েছে। **৪. ৩২টি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও মানববর্জ্য ব্যবস্থাপনাসহ এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্পঃ** উল্লেখিত প্রকল্পের আওতায় প্রকল্পভূক্ত গফরগাঁও পৌরসভায় ৪ টি পরীক্ষামূলক নলকূপ, ২ টি উৎপাদক নলকূপ স্থাপন কাজ এবং পাম্প হাউজ নির্মাণ কাজ প্রায় ১০০% সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের অধীন রাস্তা সংস্কারসহ ১৪.৫৫ কি.মি. পাইপ লাইন স্থাপন এবং স্ট্রিট হাইড্রেন্ট নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও ২.৬৫ কি.মি. প্রাইমারী আর.সি.সি ড্রেন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং আরও ৩ কি.মি আরসিসি ড্রেন নির্মাণ কাজের দরপত্র প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	ক. চলমান বন্যা মোকাবেলায় পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট, অস্থায়ী নলকূপ স্থাপন, বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত নলকূপ মেরামতের বিষয়ে সার্বিক প্রস্তুতি ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। খ. জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত সকল কর্মসূচির সফল বাস্তবায়ন করতে হবে। গ. নীতিমালার আলোকে পল্লী অঞ্চলের জনগণের চাহিদা সঠিকভাবে যাচাই করে পানির উৎস স্থাপন করার জন্য অনুরোধ করা হলো। ঘ. ময়মনসিংহ জেলায় শতভাগ স্যানিটেশন কভারেজ কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য অনুরোধ করা হলো। ঙ. ময়মনসিংহ জেলার নারীদের নিয়ে মহিলা ক্রীড়া সংস্থার মাঠে বিভিন্ন ক্রীড়ানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে বিধায় উক্ত মাঠের সুবিধাজনক স্থানে টয়লেট এবং ওয়াশরুম নির্মাণ/স্থাপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ ও সংশ্লিষ্ট সকল।

৫. ঈশ্বরগঞ্জ পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্পঃ বর্ণিত প্রকল্পের অধীন নিম্নে বর্ণিত কাজ সমূহ সম্পন্ন করে পৌর কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। পাম্প ইউজসহ উৎপাদক নলকূপ, পাবলিক/কমিউনিটি টয়লেট, পাইপ লাইন, পানির একক উৎস ও কমিউনালবিন হস্তান্তর করা হয়েছে। ড্রেনেজ লাইন নির্মাণ আংশিক হস্তান্তর করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট অংশের ১০০% কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থ বছরে ১১টি প্যাকেজে (৩ টি পাবলিক টয়লেট নির্মাণ, ১০ টি কমিউনিটি ল্যাট্রিন নির্মান, ৩ কি.মি পাইপ লাইন স্থাপন এবং ২.৭২ কি.মি ড্রেন নির্মাণ) কাজ চলমান রয়েছে এবং কাজের গড় অগ্রগতি ১০০%। **৬. রাজস্ব বাজেটঃ** ময়মনসিংহ সার্কেল অফিস ভবন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। হালুয়াঘাট, গফরগাঁও ও তারাকান্দা উপজেলায় নিজস্ব অফিস ভবন নির্মাণ কাজের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।কাজের অগ্রগতি ৭৫%।		
১২। ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরঃ সহকারী পরিচালক, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ কর্তৃক প্রেরিত তথ্য হতে জানা যায়, বাজারে নকল ঔষধ পাওয়া যাচ্ছে মর্মে অভিযোগ পাওয়া যায়। তৎপ্রেক্ষিতে, ক) বাতিলকৃত ও নকল-ভেজাল ঔষধ, টেস্টি স্যালাইন, ফুড সাপ্লিম্যান্ট, মেয়াদউত্তীর্ণ ঔষধ ক্রয় বিক্রয় বন্ধে ফার্মেসিগুলোর বিরুদ্ধে ৬টি অভিযানের মাধ্যমে ভ্রাম্যমাণ আদালতে ১৩টি মামলার মাধ্যমে ৮৯,৫০০/- টাকা জরিমানা করা হয়েছে। উক্ত ভ্রাম্যমান আদালতে জব্দ ও ধ্বংসকৃত ঔষধের আনুমানকি মূল্য ৫৩,০০০/- টাকা। খ) মাছ চাষে মাত্রাতরিক্তি এন্টিবায়োটিক রোধে ০৫টি লাইসেন্সবিহীন ভেটেরিনারী ফার্মেসী সনাক্ত করে কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়েছে। ২টি লাইসেন্সবিহীন ফার্মেসীর নতুন ড্রাগ লাইসেন্স প্রদান কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। গ) মহামান্য আদালত এবং সরকার কর্তৃক রেজি: বাতিল কৃত ঔষধ, নকল ভেজাল, মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ দোকানে ক্রয় বিক্রয় বন্ধে নিয়মিত অভিযান/ মনিটরিং/ আলোচনা সভা অব্যাহত আছে। সংশ্লিষ্ট ফার্মেসী/ ঔষধ বিক্রয় প্রতিষ্ঠানকে ড্রাগ লাইসেন্স গ্রহণ/ নবায়নের জন্য নোটিশ প্রদান করা হয়েছে। নোটিশের জবাব না পেলে বিধি মোতাবেক পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	ক. বাতিলকৃত ও নকল-ভেজাল ঔষধ, ফুড সাপ্লিম্যান্ট, আমদানি নিষিদ্ধ, মেয়াদ-উত্তীর্ণ ঔষধ দোকানে ক্রয়-বিক্রয় বন্ধে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট/অভিযান অব্যাহত রেখে সুনির্দিষ্ট তথ্যসহ প্রতিবেদন প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলো। খ. ফিসারিতে মাছ চাষে মাত্রাতিরিক্ত এন্টিবায়োটিক রোধ এবং যে সকল দোকান/ ফার্মেসীতে ঔষধ বিক্রয় হচ্ছে তাদেরকে চিহ্নিতপূর্বক লাইসেন্সের আওতায় আনয়ন করে নিয়মিত তদারকি ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গ. প্রত্যেক উপজেলার মার্কেট/ বাজারে অভিযান চালিয়ে কমপক্ষে একটি করে নকল/ভেজাল ঔষধের স্যাম্পল সংগ্রহ করে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের ল্যাবে পাঠানোর জন্য ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট/ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল) / সহকারী পরিচালক, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ এবং সংশ্লিষ্ট সকল।
১৩। পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর উপ-পরিচালক, জেলা পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ জানান: ক. উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নিয়ে অনুষ্ঠিত মাসিক সভায় জন্মহার বৃদ্ধি রোধকল্পে জোরালো পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে এবং এনএসভি গ্রহণকারীর সংখ্যা বৃদ্ধির ব্যাপারে সকল	ক. জন্মহার বৃদ্ধি রোধকল্পে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম জোরদার করতে হবে এবং এনএসভি ব্যবহারের বিষয়ে জেলা/ উপজেলার বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে	উপ-পরিচালক, জেলা পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর / উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)

প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে প্রচার কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। খ. ময়মনসিংহ জেলায় এই সেবা প্রদানের জন্য ৯৭টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র রয়েছে। প্রায় প্রতিটি প্রতিষ্ঠানই খোলা থাকে, তবে জনবল সংকটের কারণে প্রেষণে ও অতি: দায়িত্ব প্রদান করে সেবা প্রদান কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া জেলায় পরিবার পরিকল্পনা সামগ্রীর যথেষ্ঠ মজুদ আছে। গ. ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে কর্মরত সকল কর্মচারীগণকে সেবা কেন্দ্রের সংলগ্ন কোয়ার্টারে অবস্থান পূর্বক দায়িত্ব পালনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। ইউনিয়ন পর্যায়ের সকল সভাসমূহে ইউপি চেয়ারম্যানগণ নিয়মিত উপস্থিতি থাকেন সদস্য সচিব হিসেবে সকল উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তাগণ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।	প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে প্রচার অব্যাহত রাখতে হবে। খ. কমিউনিটি ক্লিনিকের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ করা হলো গ্রামীণ পর্যায়ে স্বাস্থ্য সেবার মান বৃদ্ধি পাবে। কমিউনিটি ক্লিনিকের অরক্ষিত বাউন্ডারী ওয়াল সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহপূর্বক সভায় উপস্থাপনের জন্য পরিবার পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা হলো। গ. ইউনিয়ন পর্যায়ে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের যেসকল অফিস রয়েছে সেখানে দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার ও কর্মচারীগণ যেন নিয়মিত অফিসে অবস্থান করেন সে বিষয়ে তদারকি করতে হবে। যেসকল অফিস ইউনিয়ন পরিষদে রয়েছে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান সে সকল অফিসে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের ব্যবস্থা করবেন এবং ইউনিয়নের অনুষ্ঠিত সভাগুলোতে নিয়মিত উপস্থিত থাকেন তা নিশ্চিত করতে হবে।	/ ইউপি চেয়ারম্যান (সকল উপজেলা) ময়মনসিংহ
১৪। স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ক. নির্বাহী প্রকৌশলী, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ জানান, গৃহীত প্রকল্পসমূহের কাজগুলো গুণগত মান বজায় রেখে সম্পন্ন করা হচ্ছে এবং চলমান প্রকল্পগুলো নিবিড়ভাবে মনিটরিং করা হচ্ছে। ময়মনসিংহ জেলায় মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মাল্টিপারপাস ভবন নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশাল উপজেলায় সাখুয়া ইউনিয়নে ১০ শয্যা বিশিষ্ট মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণের কাজ চলমান, অগ্রগতি ৬০%। ময়মনসিংহ জেলার ফুলপুর উপজেলাধীন রহিমগঞ্জ ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে নির্মাণ কাজ চলমান, অগ্রগতি ৮০%। ময়মনসিংহ জেলার মুক্তাগাছা উপজেলা হাসপাতালের মেরামত এবং নবরূপায়ন এর কাজ চলমান, অগ্রগতি ৯২%। অন্যান্য সকল কাজ স্বাভাবিকভাবে চলমান রয়েছে। ২০২১-২২ অর্থ বছরে ময়মনসিংহ জেলায় বিভিন্ন উপজেলায় ওয়ার্ড পর্যায়ে ১৭৫.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৭ টি নতুন কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ। ৬টি প্যাকেজের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। ১টি প্যাকেজের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বিভিন্ন উপজেলায় ওয়ার্ড পর্যায়ে ২৭৫.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১১ টি কমিউনিটি ক্লিনিক পুন: নির্মাণ করা হয়েছে। ১ টি প্যাকেজের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। খ. সভাপতি বলেন, কাজের গুণগতমান রক্ষা করে গৃহীত প্রকল্পসমূহের কাজ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করতে হবে এবং স্ব স্ব বিভাগের চলমান প্রকল্পসমূহ নিবিড়ভাবে মনিটরিং করার জন্য পরামর্শ প্রদান করেন। তাছাড়া স্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগের কাজের স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণের জন্য উপজেলা পর্যায়ে কোন নির্মাণ/মেরামত কাজ করা হলে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে অবহিত করার জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ময়মনসিংহকে অনুরোধ করেন।	 ক. গৃহীত প্রকল্পসমূহের কাজগুলো গুণগত মান বজায় রেখে সম্পন্ন করার জন্য অনুরোধ করা হলো।	 নির্বাহী প্রকৌশলী, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ ও সংশ্লিষ্ট সকল।

১৫। পিডিবি (বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড) উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড-১, বিওবি (উত্তর), ময়মনসিংহ সভায় জানান, ক. অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ ও খেলাপি গ্রাহকদের বিরুদ্ধে বিগত মাসে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়েছে। মোবাইল কোর্টে ২৩ জন অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগধারীর বিরুদ্ধে মামলা করা হয় এবং ২,৬৮,৬৪২/- টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। বিদ্যুৎ এর অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ ও খেলাপি গ্রাহকদের বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখার বিষয়ে আলোচনা করা হয়। খ. ময়মনসিংহ জেলায় পিডিবি'র বিদ্যুতের মোট চাহিদা ১৬৫ মে.ওয়াট, জাতীয় গ্রীড থেকে প্রতিদিন সর্বোচ্চ ১০৫-১২০ মে.ওয়াট সরবরাহ করা হচ্ছে, দৈনিক ৫০-৫৫ মে. ওয়াট লোড শেডিং দিয়ে ভারসাম্য রক্ষা করতে হয়। চাহিদার উপর লোডের তারতম্য ঘটে। বিদ্যুতের সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও গ্যাস সংকটের কারণে ময়মনসিংহে বিদ্যুৎ উৎপাদন কম হচ্ছে বিধায় বিদ্যুতের ঘাটতি দেখা দিয়েছে। তীব্র গরমে লোডশেডিংয়ের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় জনজীবনে ভোগান্তি দেখা বিদ্যুৎ সংকট মোকাবেলায় সরকার কর্তৃক জারিকৃত নির্দেশনা প্রতিপালনে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। গ. সভাপতি সকল সরকারি দপ্তর, স্কুল, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য জায়গায় অনাকাঙ্খিত বিদ্যুৎ সংশ্লিষ্ট দূর্ঘটনা রোধে নিয়মিতভাবে বিদ্যুতের তার এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি পরীক্ষা করার জন্য অনুরোধ করেন। ঘ. এছাড়া উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে সরকার প্রদত্ত গাইড লাইন ও নির্দেশনাসমূহ সকল ক্ষেত্রে মেনে চলার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহবান জানানো হয়।	ক. অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ ও খেলাপি গ্রাহকদের বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে। বিশেষ করে সরকারি দপ্তর/ প্রতিষ্ঠানের নিকট বকেয়া বিদ্যুৎ বিল জরুরি ভিত্তিতে পরিশোধের জন্য সভায় অনুরোধ জানানো হয়। পরবর্তী সভায় পিজিসিবি'র প্রতিনিধিকে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হলো। খ. গ্যাস সংকটের কারণে ময়মনসিংহে বিদ্যুৎ উৎপাদন কম হচ্ছে বিধায় বিদ্যুতের ঘাটতি দেখা দিয়েছে। সরকার নির্ধারিত রাত ৮.০০ টার পর বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সাশ্রয়ের জন্য সকল দোকান পাট, শপিংমল, মার্কেট, বাজার ও অফিস/ প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখা এবং সকল ধরনের আলোকসজ্জা পরিবহার করার সিদ্ধান্ত কঠোরভাবে বাস্তবায়নের জন্য অনুরোধ জানানো হয়। গ. সকল সরকারি দপ্তর, স্কুল, কলেজ, ধর্মীয় স্থাপনাসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান সমূহকে অনাকাঙ্খিত বিদ্যুৎ সংশ্লিষ্ট দূর্ঘটনা রোধে নিয়মিতভাবে বিদ্যুতের তার, সার্ভিস লাইন এবং অন্যান্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি পরীক্ষা করার জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	নির্বাহী প্রকৌশলী, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-১, ২, ৩; বিউবো, ময়মনসিংহ এবং সংশ্লিষ্ট সকল।
১৬। বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড জেনারেল ম্যানেজার, পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, ময়মনসিংহ কর্তৃক প্রেরিত প্রতিবেদন হতে জানা যায়, সরকারি/আধা সরকারি/ স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের বকেয়া বিদ্যুৎ বিল সংক্রান্ত: গত ৩০/০৬/২০২২ খ্রি. পর্যন্ত ময়মনসিংহ সদর উপজেলায় (আংশিক), মুক্তাগাছা উপজেলা ও ফুলবাড়ীয়া উপজেলার মোট বকেয়া বিদ্যুৎ বিল ৫০২৫৩০০/- টাকা। উক্ত বকেয়া বিল আদায়ের লক্ষ্যে অর্থ বছরের শুরুতেই সংশ্লিষ্ট অফিস সমূহের সাথে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ ছাড়াও ইতোমধ্যে পত্র প্রদান করা হয়েছে এবং অর্থ বছরের শুরুতেই বিদ্যুৎ খাতে পর্যাপ্ত পরিমান বাজেট সংস্থান করে হালনাগাদ বিদ্যুৎ বিল পরিশোধের জন্য অনুরোধ জানানো হয়। উল্লেখ্য যে, বকেয়া বিদ্যুৎ বিল আদায় উক্ত প্রতিষ্ঠানের সংযোগ বিচ্ছিন্নের জন্য মন্ত্রণালয়সহ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ অত্র পবিসকে বার বার তাগিদ প্রদান করেছেন। তাই বকেয়া বিদ্যুৎ বিল আদায়ের স্বার্থে হালনাগাদকৃত বিদ্যুৎ বিল পরিশোধের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলো।	ক. বকেয়া বিদ্যুৎ বিল /সরকারী বকেয়াগুলো দ্রুত সময়ের মধ্যে পরিশোধের জন্য জেলার সরকারী দপ্তরসমূহকে অনুরোধ করা হলো। এছাড়া বকেয়া বিদ্যুৎ বিল পরিশোধে নতুন অর্থ বছরের শুরুতে স্ব স্ব বিভাগে চাহিদাপত্র প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো। খ. বিভিন্ন উপজেলায় ট্রান্সফরমার চুরিরোধে পুলিশ সুপার, ময়মনসিংহকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং স্থানীয় বিদ্যুৎ অফিস ও প্রশাসনকে তৎপরতা বাড়ানোর জন্য অনুরোধ করা হলো। গ. ময়মনসিংহ জেলায় ৩টি পবিস রয়েছে। একই সময়ে সকল পবিসে লোড ম্যানেজমেন্ট/ ডিস্ট্রিবিউশন যদি সুষম বন্টন হয় তবে সকল উপজেলায় লোডশেডিং কম হবে। ময়মনসিংহ জেলার	পুলিশ সুপার, ময়মনসিংহ /জেনারেল ম্যানেজার, পবিস-১, ২, ৩; ময়মনসিংহ/ সংশ্লিষ্ট দপ্তর/প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ প্রধান প্রকৌশলী, পিডিবি, ময়মনসিংহ/ জেনারেল ম্যানেজার, প.বি.স-১, ২, ৩; ময়মনসিংহ/ সংশ্লিষ্ট

খ. জুলাই/২০২২ মাস পর্যন্ত ময়মনসিংহ পবিস-১ এর ভৌগোলিক এলাকার আওতাধীন ফুলবাড়ীয়া, ময়মনসিংহ সদর ও মুক্তাগাছা উপজেলার ২৬টি স্পটে মোট ৫৮ টি (১৫ কেভিএ ০৭ টি, ১০ কেভিএ ৩৫টি এবং ০৫ কেভিএ ১৬টি) ট্রান্সফরমার ও তার চুরির ঘটনা ঘটেছে, যার আনুমানিক মূল্য ৩৫,৯২,৬৫৯/- টাকা। ট্রান্সফরমার ও বৈদ্যুতিক তার চুরির বিষয়ে সংশ্লিষ্ট থানায় এফ,আই,আর দায়ের করা হয়েছে। তাছাড়া গ্রাহক সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে চুরি রোধকরণের জন্য উঠান বৈঠক, মাইকিং ও মোটিভেশন মিটিং চলমান রয়েছে। গ. সকল সরকারি/আধা সরকারি/স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে অনাকাঙ্খিত বৈদ্যুতিক দূর্ঘটনা রোধকল্পে তার ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি নিয়মিতভাবে পরীক্ষা করা হচ্ছে এবং ত্রুটি বিচ্যুতি নিরসনের কাজ চলমান আছে।	আওতাধীন পিডিবি ও পবিস সমূহে যথাযথভাবে লোড ম্যানেজমেন্ট করার জন্য প্রধান প্রকৌশলী, পিডিবি, ময়মনসিংহকে অনুরোধ করা হয়। ঘ. সকল সরকারি দপ্তর, স্কুল, ধর্মীয় স্থাপনাসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে অনাকাঙ্খিত বিদ্যুৎ সংশ্লিষ্ট দুর্ঘটনা রোধে নিয়মিতভাবে বিদ্যুতের তার এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি পরীক্ষা করার জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	দপ্তর/প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ
১৭। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ জানান, ক. জেলা কৃষি পুনর্বাসন ও বাস্তবায়ন কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক উপজেলাওয়ারী বিভাজন অনুসারে অনুমোদিত অগ্রাধিকার তালিকার মাধ্যমে প্রণোদনা বিতরণের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে। খ. রোপা আমন ধানের ৭০% রোপন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। রোপন প্রক্রিয়া বর্তমানে চলমান রয়েছে। গ. ডিলারদের দোকানে সরকার নির্ধারিত রাসায়নিক সারের মূল্য তালিকা দৃশ্যমান স্থানে টানিয়ে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি বিক্রয় রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করে কৃষক পর্যায়ে ক্যাশ মেমোর মাধ্যমে সার বিক্রয় নিশ্চিত করতে উপজেলা কৃষি অফিসারদের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। ঘ. বিসিআইসিসহ সকল সার ডিলার ও খুচরা সার বিক্রেতাদের দোকান নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে এবং কোন সার ডিলার সরকার নির্ধারিত মূল্যের অধিক মূল্যে সার বিক্রয় করলে প্রয়োজনে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করার নির্দেশনা প্রদান করা রয়েছে। ঙ. চলতি খরিপ-১/২০২২-২৩ মৌসুমে আউশ ধান আবাদের লক্ষমাত্রা ছিলো ২৫০০০ (হেঃ), অর্জন হয়েছে ১৭৭৬৫ (হেঃ) । পাট আবাদের লক্ষমাত্রা ছিলো ৫২৮৮ (হেঃ) অর্জন হয়েছে ৪৮১১ (হেঃ)। শাকসবজি লক্ষমাত্রা ছিলো ১১৯৫০ (হেঃ) অর্জন হয়েছে ১১১৫০ (হেঃ)। চ. বিভিন্ন রাসায়নিক সারের মজুদ (১৭/০৭/২০২২ খ্রি. পর্যন্ত) ইউরিয়া- ৪৫০৮ মেঃ টন, নন-ইউরিয়া টিএসপি-৬৩৩ মেঃ টন, ডিএপি-১০৭৬ মেঃ টন ও এমওপি- ৮০৩ মেঃ টন, যা সন্তোষজনক। এমাসে ইউরিয়া সারের বরাদ্দ ১১২২৪ মেঃটন	ক. প্রান্তিক পর্যায়ের কৃষকদের জন্য সরকার কর্তৃক গৃহীত প্রণোদনা যথাযথভাবে বিতরণের জন্য সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। খ. আউশে প্রণোদনা দিয়ে কৃষকদের ধান চাষে উদ্বুদ্ধ করার প্রচেষ্টা চলমান রয়েছে। আমন মৌসুমে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। আমনের বীজতলা তৈরি থাকায় জরুরিভিত্তিতে রোপণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ময়মনসিংহকে অনুরোধ জানানো হয়। গ. জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ভরা মৌসুমে ডিলারদের নিকট পর্যাপ্ত পরিমান সার মজুদ আছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ রাখার জন্য উপ পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল) ময়মনসিংহকে অনুরোধ জানানো হয়। ঘ. জেলা ও উপজেলায় সার ব্যবস্থাপনা মনিটরিং জোরদার করায় হয়েছে। সারের কৃত্রিম সংকটের বিষয়ে সতর্ক থাকার এবং প্রয়োজনে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর/ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), ময়মনসিংহ/ সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তর প্রধান উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর/ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)/ উপজেলা কৃষি অফিসার (সকল), সংশ্লিষ্ট সকল, ময়মনসিংহ
১৮। পরিবেশ অধিদপ্তর উপ-পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ কর্তৃক প্রেরিত প্রতিবেদন হতে জানা যায়, ক. পূর্ববর্তী সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি চলমান রয়েছে। করোনা সংক্রান্ত চিকিৎসা বর্জ্যসহ বিভিন্ন হাসপাতাল, ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার	ক. পরিবেশ অধিদপ্তরের উদ্যোগে কতগুলো ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করা হয়েছে তার তথ্য প্রদানের জন্য	উপ-পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর/ প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা, সিটি

পরিদর্শনকালে প্রতিষ্ঠানগুলোর বর্জ্য পরিবেশ সম্মতভাবে অপসারণের জন্য ব্যক্তিগত উদ্যোগে ইনসিনারেটর ও ইটিপি স্থাপনের জন্য পরামর্শ প্রদান কার্যক্রম চলমান রয়েছে। নবওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রতিষ্ঠান সিটি কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে মেডিকেল হাসপাতাল ও ক্লিনিকের বর্জ্য প্রক্রিয়াজাত করে থাকে। কিন্তু উক্ত প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র না নেই মর্মে সভায় জানানো হয়।	অনুরোধ করা হলো। নবওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রতিষ্ঠানকে পরিবেশ অধিদপ্তর হতে ছাড়পত্র গ্রহণ করার ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদানের জন্য সিটি কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানানো হয়।	কর্পোরেশন/ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল) এবং সংশ্লিষ্ট সকল।
খ) ময়মনসিংহ জেলা কার্যালয়ের অধীনে ৫৭ টি শিল্প প্রতিষ্ঠানে ইটিপি স্থাপন করা হয়েছে এবং সেগুলো সার্বক্ষণিক চালু থাকে কিনা তা নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে ও ৩৪টি প্রতিষ্ঠানের সরকার কর্তৃক অনুমোদিত 3R জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান অনুমোদন করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান অনুমোদনের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানে আইপি ক্যামেরা স্থাপিত হলে সেগুলো মনিটরিং করতে হবে। দ্রুতই সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানে ইটিপি ব্যবস্থা কার্যকর রাখতে হবে।	খ. ইটিপি প্রযোজ্য এমন সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানে ইটিপি রয়েছে এবং ঐসব ইটিপি সার্বক্ষণিক চালু রাখার বিষয়ে পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে নিয়ে নিয়মিত পরিদর্শন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ইটিপি চালু রয়েছে কিনা সে বিষয়ে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করার জন্য সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানে আইপি ক্যামেরা স্থাপনে সকল প্রতিষ্ঠানকে পত্র প্রদান করতে হবে।	উপ-পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর/ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল) এবং সংশ্লিষ্ট সকল।
গ) ১১/০৮/২০২২ খ্রিঃ তারিখে পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও ইট উৎপাদনে মাটির ব্যবহার হ্রাস করার লক্ষ্যে সনাতন ইটের পরিবর্তে ব্লক ইট ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে অংশীজনের সচেতনতা বৃদ্ধি মূলক আলোচনা সভা করা হয়েছে তাছাড়া সরকারের প্রকৌশল অধিদপ্তরগুলোর সাথে এ বিষয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। ঘ) জুলাই/২২ মাসে শব্দ দূষণের অপরাধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে ০৫(পাঁচ) জন গাড়ী চালককে মোট ১৫,০০০/- (পনের হাজার)টাকা জরিমানা ধার্য ও আদায় করা হয়েছে। তাছাড়া ময়মনসিংহ সদর উপজেলায় পুকুর ভরাটের অভিযোগের প্রেক্ষিতে কোতয়ালী থানায় স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে ১টি মামলা দায়ের করা হয়েছে।	গ. ইট উৎপাদনে মাটির ব্যবহার হ্রাস করার লক্ষ্যে সনাতন ইটের পরিবর্তে ব্লক ইট ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। চলতি ২০২২-২৩ অর্থ বছরে সরকারের চলমান উন্নয়ন প্রকল্পে শতকরা ৬০% ব্লক ইট ব্যবহারের লক্ষ্যমাত্রা পূরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	উপ-পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর/নির্বাহী প্রকৌশলী সওজ/ গণপূর্ত/ এলজিইডি/ স্বাস্থ্য প্রকৌশল / শিক্ষা প্রকৌশল/ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ও সংশ্লিষ্ট সকল, ময়মনসিংহ
১৯। বিএডিসি (ক্ষুদ্র সেচ) নির্বাহী প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ), বিএডিসি, ময়মনসিংহ জানান, ক. ২০২১-২২ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা প্রাপ্তি স্বাপেক্ষে সকল প্রকল্প ও কর্মসূচির উন্নয়মূলক কাজের মানসম্মত ও সফল বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।সেচ মৌসুম শেষ হয়েছে। নির্ধারিত সময়ে প্রতিবছর উপজেলা সেচ কমিটি কর্তৃক সেচ চার্জ নির্ধারণ করে অবহিত করা হয় এবং সেচ মৌসুমে এ সংক্রান্ত তদারকি অব্যাহত থাকে।	ক. আসন্ন সেচ মৌসুমে ময়মনসিংহ জেলার সকল উপজেলায় যথাযথভাবে সেচ প্রদানের জন্য বিদ্যুতের চাহিদা ও সরবরাহ উল্লেখ করে বিদ্যুৎ বিভাগকে পত্র দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	নির্বাহী প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ), বিএডিসি/ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), ময়মনসিংহ
খ. ১৯৮০ সালের পরে হালুয়াঘাট, ত্রিশাল ও ফুলবাড়ীয়া উপজেলায় স্থাপিত গভীর নলকূপ সমূহে পানির স্তর নিচে যাওয়ায় সেগুলো দিয়ে সেচ দেয়া সম্ভব হচ্ছে না মর্মে সভাকে অবহিত করেন। উল্লিখিত স্থানসমূহে নতুন গভীর নলকূপ স্থাপনের মাধ্যমে সেচ সমস্যা সমাধানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	খ. ১৯৮০ সালের পরে হালুয়াঘাট, ত্রিশাল ও ফুলবাড়ীয়া উপজেলায় স্থাপিত গভীর নলকূপ সমূহে পানির স্তর নিচে যাওয়ায় সেগুলো দিয়ে সেচ দেয়া সম্ভব না হওয়ায় উল্লিখিত স্থানসমূহে নতুন সেচ প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে সেচ সমস্যা সমাধানের জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অকেজো নলকূপের সংখ্যা উল্লেখপূর্বক পত্র প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	নির্বাহী প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ), বিএডিসি, ময়মনসিংহ
গ. ২০২১-২২ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা প্রাপ্তি সাপেক্ষে সকল কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং সেচ কার্যে চলমান প্রকল্প ময়মনসিংহ বিভাগ এবং ঢাকা বিভাগের টাঙ্গাইল ও কিশোরগঞ্জ জেলায় ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প (এমডিএম আইডিপি) শেষ হয়েছে। সংস্থার অন্যান্য দাপ্তরিক কাজ যথানিয়মে চলছে।	গ. চলতি সেচ মৌসুমের উপজেলা ভিত্তিক সেচের মূল্য তালিকা নির্ধারণপূর্বক সেচের জন্য বিএডিসি'র ছাড়পত্র ও লাইসেন্স প্রদান করে উপজেলাভিত্তিক তালিকা তৈরি করে অবহিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	নির্বাহী প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ), বিএডিসি/ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), ময়মনসিংহ
ঘ. সভাপতি ময়মনসিংহ জেলার বিএডিসির নিয়ন্ত্রণে সকল প্রকার গভীর নলকূপ, সেচ ব্যবস্থাপনা, উন্নয়নমূলক কাজের	ঘ. বর্তমানে সেচ কাজে শ্যালো মেশিনের বদলে সাব মার্সিবল পাম্প ব্যবহার করায়	নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড/ নির্বাহী

কর্মপরিকল্পনা মানসম্মত ও সফল বাস্তবায়ন এবং সমস্যা সমাধানের জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ), বিএডিসি, ময়মনসিংহকে পরামর্শ প্রদান করেন।	ভূগর্ভস্থ পানির সংকট দেখা দিয়েছে বিধায় ফসল উৎপাদনে ভূমির উপরিভাগের পানির ব্যবহার বাড়ানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	প্রকৌশলী, বিএডিসি (সেচ) উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), ময়মনসিংহ
২০। বিএডিসি (বীজ বিপণন) উপ-পরিচালক (বীজ বিপণন), বিএডিসি, ময়মনসিংহ সভায় জানান ক) চলতি ২০২২-২৩ বিতরণ বর্ষে ১৬৭৪.৫০০ মে.টন আমন ধানবীজের বরাদ্দ পাওয়া গেছে এবং সমুদয় বীজ বিক্রয় সম্পন্ন হয়েছে। তন্মধ্যে ২৭.১০০ মে.টন বীজ বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরকে সরবরাহ দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য যে, বর্তমানে ময়মনসিংহ জেলায় এই মূহুর্তে আমন ধানবীজের আর কোন চাহিদা নাই। খ) ২০২২-২৩মৌসুমে প্রণোদনার ৩০০কেজি গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ বীজ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ময়মনসিংহকে সরবরাহ দেয়া হয়েছে। আমন বীজ ঈদের পূর্বেই বিতরণ করা শেষ হয়েছে। আউশ বীজের চাহিদা বাড়ানো গেলে ফসল উৎপাদন বাড়বে, সেচ খরচ লাগবে না। গ) ময়মনসিংহ জেলার ফুলপুর উপজেলাধীন বিএডিসি'র গুদামের বীজ সংরক্ষণাগার এর বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণে পার্শ্ববর্তী জমি মালিকদের সাথে সীমানা জটিলতা নিয়ে আলোচনা করা হয়।	ক. বরাদ্দকৃত বীজ সুষ্ঠুভাবে বিতরণ ও বিক্রয় কাজ সম্পন্ন করতে হবে। খ. নির্ধারিত বিএডিসি ডিলারের মাধ্যমে বীজ বিক্রয়ের কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য অনুরোধ করা হলো। গ. উপ-পরিচালক, বিএডিসি (বীজ বিপণন), ময়মনসিংহ ফুলপুর উপজেলার বীজ সংরক্ষণাগার এর বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ সমস্যা সমাধানের জন্য সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সহায়তায় সমাধানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।	উপ-পরিচালক (বীজ বিপণন), বিএডিসি/ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), ময়মনসিংহ ও সংশ্লিষ্ট সকল। উপ-পরিচালক (বীজ বিপণন), বিএডিসি/ উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ফুলপুর, ময়মনসিংহ।
২১। মৎস্য বিভাগ ক. জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ময়মনসিংহ জানান, ময়মনসিংহ জেলার মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় পুকুর পরিদর্শন ও উপকরণ সংগ্রহে সহযোগিতা; মৎস্যচাষী, মৎস্যজীবী ও উদ্যোক্তাকে পরামর্শ ও খামার পরিদর্শন; বিল নার্সারী স্থাপন, প্রদর্শনী খামার পরিদর্শন, মৎস্য আইন বিষয়ক সচেতনতা সভা, ফরমালিনের অপব্যবহার রোধে বাজার পরিদর্শন/সচেতনতা সভা, রাজস্ব খাতে প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য কার্যক্রম চলমান। মৎস্য সংরক্ষণ আইন, মৎস্য হ্যাচারি আইন, মৎস্য খাদ্য আইন যথাযথভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে। খ. এ জেলায় বিগত জুন/২০২২ মাসে (ক) মৎস্য ও পশুখাদ্য আইন, ২০১০ বাস্তবায়ন ❖ অভিযান- ০৯ টি। ❖ মোবাইল কোর্ট- ৩টি ❖ জরিমানা আদায় - ২৪০০০ টাকা। ❖ মৎস্যখাদ্য কারখানা পরিদর্শন- ৫টি। (খ) মৎস্য হ্যাচারি আইন, ২০১০ বাস্তবায়ন ❖ অভিযান- ১০ টি। ❖ মোবাইল কোর্ট- ৪ টি ❖ হ্যাচারি পরিদর্শন- ১৬টি (গ) মৎস্য সংরক্ষণ আইন ১৯৫০ ❖ অভিযান- ২০ টি। ❖ হাট বাজার পরিদর্শন- ৭৭ টি। (ঘ) বার্ষিক কর্মসম্পাদনা চুক্তি (APA) কার্যক্রম ❖ মৎস্য চাষ ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে পরিদর্শন ও পরামর্শ প্রদান- ২০৬ জন। ❖ মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য লাইসেন্স প্রদান/নবায়ন-৫৬টি	ক. গৃহীত কর্মসূচী সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। খ. ময়মনসিংহ জেলা সদরসহ সকল উপজেলায় মৎস্য খাদ্য, মৎস্য হ্যাচারি ও মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়নকল্পে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখার জন্য অনুরোধ করা হলো। গ. নিয়মিতভাবে মাছের খাবার সরবরাহ করে ল্যাবে পরীক্ষার জন্য পাঠানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা/ উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ এবং সংশ্লিষ্ট সকল। জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ময়মনসিংহ এবং সংশ্লিষ্ট সকল।

/নবায়ন-৫৬টি ❖ মাঠ দিবস/মতবিনিময় সভা- ৩ টি ❖ মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে পরিচালিত অভিযান - ৭ টি ❖ প্রদর্শনী স্থাপন - ৬০ টি ❖ মৎস্য চাষি ও মৎস্যজীবীদের প্রশিক্ষণ -৬৮ জন।		
২২। প্রাণিসম্পদ বিভাগ ক. জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, ময়মনসিংহ জানান, উন্নয়ন প্রকল্প সমুহের কার্যক্রম যেমন আঞ্চলিক হাঁস প্রজনন খামারে হাঁসের বাচ্চা ফুটানো হচ্ছে এবং খামারী/কৃষকদের মাঝে বিতরণ করা হচ্ছে। ন্যাশনাল উন্নয়ন প্রকল্প সমুহের কার্যক্রম যেমন আঞ্চলিক হাঁস প্রজনন খামারে হাঁসের বাচ্চা ফুটানো হচ্ছে এবং খামারী/কৃষকদের মাঝে বিতরণ করা হচ্ছে। ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজী প্রজেক্ট: ফেজ-২ এর কাজ মাঠ পর্যায়ে চলমান। U2C কর্তৃক গৃহীত ১৩টি উপজেলায় পর্যায়ে FAO কার্যক্রম নিয়মিত চলছে। প্রতিটি উপজেলা গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির খাদ্য, ফিড মিল ও ঔষধের দোকানে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনার জন্য উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাগণকে সহযোগিতা কামনা করছি। ছাগলের পি পি আর রোগ নির্মূল করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এলডিডিপি প্রকল্পের মাধ্যমে জেলায় ১৯৩৭৩ জনকে প্রনোদনা দেয়া হয়েছে। ক্ষুদ্র-নৃ-গোষ্ঠির উন্নয়নের জন্য ৩১২টি বকনা, ভেড়া ও ভেড়ার ঘর বিতরণ করা হয়েছে। এন.এ.টি.পি-২ প্রকল্পের মাধ্যমে সিআইজি সদস্যদের রিফ্রেশমেন্ট প্রশিক্ষণ চলমান। ঈদুল আযহা/২০২২ উপলক্ষ্যে ১৩টি উপজেলায় ৫১টি মেডিকেল টিম গঠন করা হয়েছে এবং স্থায়ী ও অস্থায়ী ১৬০টি কোরবানির হাট রয়েছে। অনলাইনে কোরবানির গরু বিক্রির প্লাটফর্ম খোলা হয়েছিল। সকলের সহযোগিতায় পবিত্র ঈদুল আযহায় উক্ত কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে।	ক. গবাদি পশু ও হাঁস মুরগীর খাদ্য, ফিড মিল ও ঔষধের দোকানে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করার বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে অনুরোধ জানানো হয়। খ. আশ্রয়ণ প্রকল্পের মানুষের মাঝে হাঁস, মুরগী ও গবাদি পশু পালনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং হাঁসের বাচ্চা বিতরণ করার জন্য জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, ময়মনসিংহকে অনুরোধ জানানো হয়।	জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা/ উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ, ময়মনসিংহ উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার, ময়মনসিংহ/ জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা/ উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ, ময়মনসিংহ এবং সংশ্লিষ্ট সকল।
২৩। খাদ্য বিভাগ জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ময়মনসিংহ সভায় জানান, ক. বোরো সংগ্রহ কার্যক্রম অভিযান/২০২২ এর আওতায় জেলাতে ৩৪৬৩৫ মে:টন ধান ও ৭৫৯৮৮.২১০ মে:টন সিদ্ধ চাল, ১৫৮০ মে: টন আতপ চাল এবং গম সংগ্রহ কার্যক্রম/২০২২ এর আওতায় জেলাতে ৮২৪ মে:টন গম সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা পাওয়া গেছে। সংগ্রহ কার্যক্রম সফল করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে যথাযথ নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এ যাবৎ ১৭২.৭৬০মে:টন ধান এবং৩৬৬৬২.৭৪০ মে: টন চাল সংগৃহীত হয়েছে। চাল সংগ্রহ কার্যক্রম চলমান। খ. সভাপতি যে সকল এলাকায় রাইছ মিলার রয়েছে সেখানে বিদ্যুৎ বিভাগের সাথে যোগাযোগ করে লোড ম্যানেজমেন্ট করে উৎপাদন অব্যাহত রাখার উপর গুরুত্বারোপ করে এবং বাজারে ধান/চালের দাম স্থিতিশীল রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে বাজার মনিটরিং করার জন্য অনুরোধ করেন।	ক. লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী স্বচ্ছতার সাথে ধান ও চাল সংগ্রহ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। চাল সংগ্রহ প্রক্রিয়া আগস্ট/২০২২ মাস পর্যন্ত চলবে। জেলায় চালের মজুদ পরিস্থিতি ভালো। ধান সংগ্রহ সন্তোষজনক রয়েছে এবং চাল সংগ্রহ প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। খ. আগামী ০১/০৯/২০২২ তারিখ হতে সারাদেশে খোলা বাজারে ১৫ টাকা কেজি মূল্যে চাল বিতরণ কার্যক্রমের তালিকা যাচাই করে চূড়ান্ত করার কাজ দ্রুত শেষ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ময়মনসিংহ/ উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ/ উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক এবং সংশ্লিষ্ট সকল। জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ময়মনসিংহ/ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)/ উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক এবং সংশ্লিষ্ট সকল।
২৪। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগ (ডিডিএম) জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা, ময়মনসিংহ কর্তৃক প্রেরিত তথ্য হতে জানা যায়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগের সকল কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবে চলমান		

রয়েছে। ক) কাবিখা/কাবিটা ১ম পর্যায়: ২০২২-২৩ অর্থ বছরে কাবিখা/কাবিটা ১ম পর্যায় কর্মসূচির আওতায় নির্বাচনী এলাকায় ৯,৪৫,৭৪,৯২৭/- টাকা, ৬৩০.৪৯৪ মে:টন চাল এবং উপজেলা ভিত্তিক মোট ৮৩৬,৩৮,০৬৭/- টাকা, ৫৫৭.৫৯২৭ মে:টন চাল বরাদ্দ পাওয়া গেছে। খ) টিআর ১ম পর্যায়: ২০২২-২৩ অর্থ বছরে টিআর ১ম পর্যায় কর্মসূচির আওতায় নির্বাচনী এলাকাভিত্তিক মোট ৯৪৮,১২,৬৬৬/- টাকা, উপজেলা ভিত্তিক ৬৪৪,৯৯,৩০০/- টাকা ও পৌরসভাভিত্তিক মোট ৪৩৯৭,০৯৪/- টাকা বরাদ্দ পাওয়া গেছে। বরাদ্দকৃত অর্থ দ্বারা প্রকল্প প্রণয়নপুর্বক দাখিলের জন্য উপজেলায় পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। অদ্যাবধি কোন উপজেলা হতে প্রকল্প তালিকা পাওয়া যায়নি।	ক. বন্যা পরিস্থিতি মোকাবেলায় সকল কার্যক্রম সম্পন্নকরণ এবং যে কোন পরিস্থিতি মোকাবেলা সক্ষমতা তৈরির নির্দেশনা প্রদান করা হয়। গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে সভাকে নিয়মিত অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।	উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান/ পৌর মেয়র (সকল)/ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল) / জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা/ উপজেলার পিআইও এবং সংশ্লিষ্ট সকল।
২৫। ময়মনসিংহ বন বিভাগ বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, ময়মনসিংহ বন বিভাগ জানান, ক. ২০২১-২২ আর্থিক সনে রাজস্ব ও উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ অনুযায়ী বিধি মোতাবেক বাস্তবায়ন সংক্রান্ত আলোচনা। খ. উন্নয়ন মূলক কাজ কিংবা মরা/ঝুঁকিপূর্ণ গাছ সমূহ কর্তনের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/অফিস প্রধান নিশ্চিত হয়ে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করলে গৃহীত সিদ্ধান্ত সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হবে। গ. ময়মনসিংহ জেলার ভালুকা, ত্রিশাল, ফুলবাড়ীয়া উপজেলায় সংরক্ষিত বনাঞ্চল সংলগ্ন জমিতে ঘর বাড়ী, কল-কারখানা, স্থাপনা নির্মাণ বা যে কোন দপ্তরের উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করার পূর্বে বনবিভাগের সাথে যোগাযোগ করে সরকারি বনভূমি কিনা তা দাপ্তরিক রেকর্ডপত্র যাচাইয়ান্তে নিশ্চিত হওয়ার জন্য সকলকে আহবান জানানো হয়। ঘ. অবৈধ করাত-কল স্থাপন ও পরিচালনাকরীদের বিরুদ্ধে ভ্রাম্যমান আদালত কর্তৃক প্রতি মাসে মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে এবং তা অব্যাহত আছে।	ক. ২০২২-২৩ আর্থিক সনে নতুন উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন শুরু করতে হবে। খ. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/ অফিসের অভ্যন্তরে গাছ কর্তন ও নিলামের পূর্বে কর্তনের বিষয়টি প্রকৃত উন্নয়নমূলক কাজে ব্যবহৃত হবে কিনা তা যাচাই পূর্বক গাছ কর্তন ও নিলামের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গ. ভালুকা, ত্রিশাল, ফুলবাড়ীয়া উপজেলায় সংরক্ষিত বনাঞ্চল সংলগ্ন জমিতে স্থাপনা, কল-কারখানা নির্মাণ বা যেকোন দপ্তরের উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করার পূর্বে বনবিভাগের সাথে যোগাযোগ করে দাপ্তরিক রেকর্ডপত্র যাচাইয়ান্তে স্থানটি বন বিভাগ আওতাধীন কিনা নিশ্চিত হয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। ঘ. ময়মনসিংহ জেলার সকল উপজেলায় অবৈধ করাতকল সমুহের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে এ কার্যালয়কে অবহিত করার জন্য বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, ময়মনসিংহকে অনুরোধ জানানো হয়।	বিভাগীয় বন কর্মকর্তা/ উপজেলা নির্বাহী অফিসার / শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান (সকল), ময়মনসিংহ ও সংশ্লিষ্ট সকল। বিভাগীয় বন কর্মকর্তা/ নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ; গণপূর্ত; এলজিইডি, স্বাস্থ্য প্রকৌশল; শিক্ষা প্রকৌশল, ময়মনসিংহ ও সংশ্লিষ্ট সকল। বিভাগীয় বন কর্মকর্তা/ বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (সকল), ময়মনসিংহ।
২৬। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ক. উপ-পরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ কর্তৃক প্রেরিত প্রতিবেদন হতে জানা যায় ময়মনসিংহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বছরে দুইটি সময়ে (জুন ও ডিসেম্বর মাসে) প্রশিক্ষণার্থী ভর্তি করা হয়। জুলাই মাস হতে জেলায় নতুন করে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে উপজেলায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হবে। নিয়মিত আবেদন কমিটির মাধ্যমে বাছাই করে যুব ঋণ বিতরণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। খ. সভাপতি যুব উন্নয়নের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সময় জঙ্গিবাদ/সন্ত্রাসের কুফল সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীদের সচেতনতা কার্যক্রম অব্যাহত রাখা এবং আশ্রয়ণ প্রকল্পে বসবাসরতহ যুবদের আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের পরামর্শ প্রদান করেন।	ক. আত্মকর্মসংস্থানমূলক কার্যক্রম- সহ গৃহীত অন্যান্য সকল কর্মসূচির বাস্তবায়ন করতে হবে। খ. ঋণ বিতরণের নিমিত্ত আবেদনকারী যাচাই-বাছাই, ঋণ বিতরণ, যথাযথভাবে ঋণ আদায় এবং প্রয়োজনীয় অডিট কার্যক্রম পরিচালনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গ. আশ্রয়ণ প্রকল্পে বসবাসরতহ যুবদের আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	উপ-পরিচালক যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ/ উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ।

২৭। সমাজসেবা অধিদপ্তর উপ-পরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ হতে জানা যায়, ক. ঋণ বিতরণের নিমিত্ত আবেদনকারী যাচাই-বাছাই, ঋণ বিতরণ, যথাযথভাবে ঋণ আদায় এবং প্রয়োজনীয় অডিট কার্যক্রম নিয়মিতভাবে পরিচালনা করা হচ্ছে এবং তা আরও জোরদার করা হবে। খ. ভিক্ষুকদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে সরকারি আশ্রয়কেন্দ্র ধলা, ত্রিশাল, ময়মনসিংহে মোট ৬ (ছয়) টি শেড নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, শেড নির্মাণের জন্য মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা জায়গা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, নির্ধারিত স্থানে চিহ্নিত গাছসমূহ কাটার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাপনা কমিটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। শেড নির্মাণের জন্য দরপত্রের কার্যাদেশ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। গ. সমাজে পিছিয়ে পড়া হিজরা সম্প্রদায়কে সুস্থধারায় আনতে এবং তাদের যেকোন সমস্যায় জেলা সমাজসেবা কার্যালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে। অন্যান্য দপ্তর হিজরাদের নিয়ে কাজ করতে চাইলে জেলা প্রশাসনকে অবহিত করে কাজ করতে পারবে। ঘ. গত ১০ আগস্ট হতে আগামী ১০ অক্টোবর ২০২২ পর্যন্ত বাদ পড়া প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ তালিকাভুক্তির আবেদনের সুযোগ পাবেন। উক্ত সময়ে মধ্যে নিবন্ধিত ব্যক্তিরাই চূড়ান্তভাবে প্রতিবন্ধী ভাতা পাবেন মর্মে অবহিত করেন।	ক. ঋণ বিতরণের নিমিত্ত আবেদনকারী যাচাই-বাছাই, ঋণ বিতরণ, যথাযথভাবে ঋণ আদায় এবং প্রয়োজনীয় অডিট কার্যক্রম পরিচালনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। খ. সরকারি শিশু পরিবার বালক, ময়মনসিংহ এর মালিকানাধীন ভূমিতে ২৫ শয্যা বিশিষ্ট শান্তিনিবাস স্থাপনের লক্ষ্যে ভবন নির্মাণ এবং সরকারি আশ্রয় কেন্দ্র, ধলা, ময়মনসিংহে ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে আবাসিক ভবন নির্মাণের অগ্রগতি বিষয়ে অবহিত করতে হবে গ. সমাজে পিছিয়ে পড়া হিজড়া সম্প্রদায়কে সুস্থধারায় ফিরিয়ে নিয়ে আসার জন্য সকলকে এক সাথে কাজ করতে হবে। হিজড়া জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসনের লক্ষ্যে জরুরি সভা আহবান করে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। ঘ. আগামী ১০ অক্টোবর ২০২২ পর্যন্ত বাদ পড়া প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ তালিকাভুক্তির আবেদন করে চূড়ান্তভাবে ভাতা প্রাপ্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।	উপ-পরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর ময়মনসিংহ / সংশ্লিষ্ট সকল। বিভাগীয় বন কর্মকর্তা/ উপ-পরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ময়মনসিংহ ও নিলাম কমিটি সংশ্লিষ্ট সকল। উপ-পরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়/ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), ময়মনসিংহ ও সংশ্লিষ্ট সকল।
২৮। জেলা সমবায় কার্যালয় ক. জেলা সমবায় কর্মকর্তা, ময়মনসিংহ কর্তৃক প্রেরিত প্রতিবেদন হতে জানা যায়, (ক) সমবায় ভিত্তিক দুগ্ধ উৎপাদন নিশ্চিতকরণ প্রকল্প: ঋণ গ্রহণকারীর সংখ্যা ২৫০ জন, গৃহীত ঋণের পরিমাণ (ক্রমপুঞ্জিভূত) ৫,৮৪,০০,০০০/-, ঋণ আদায় ৩,৪২,০০,২০৪/- (খ) উন্নত জাতের গাভী পালনের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ঃ ত্রিশাল ও ফুলবাড়ীয়া উপজেলায়সমিতির সংখ্যা ০৪টি, সুবিধাভোগির সংখ্যা ৪০০জন, বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ৪,৮০,০০,০০০/- আদায়কৃত ঋণের পরিমাণ ৩,২৩,০০,০০০/- (গ) সমবায়ে মাধ্যমে ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠির জীবনযাত্রার উন্নয়ন কম্পোনেন্ট আমার বাড়ী আমার খামার (৩য় সংশোধিত) প্রকল্প: হালুয়াঘাট ও ধোবাউড়া উপজেলায় সমিতির সংখ্যা ১০টি, সদস্য সংখ্যা ৪০০ জন, বরাদ্দকৃত ঋণের পরিমাণ ৫৪,৫৪,৬০০/-, ঋণ বিতরণ (ক্রমপুঞ্জিভূত) ১০০৬৮৯৪০/-,আদায়কৃত ঋণের পরিমাণ ৬৩৪২৯৭৯/- (ঘ) সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্প: উপজেলার নাম ত্রিশাল, ফুলবাড়ীয়া, ঈশ্বরগঞ্জ সমিতির সংখ্যা ১৮০টি, সুবিধাভোগির সংখ্যা ১১১০০ জন, বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ৮৭৬২১৫৮/-, আদায়াকৃত ঋণের পরিমাণ ৫৭৬৬১৬৫/- (ঙ) গারো সম্প্রদায়ের জীবন মান উন্নয়ন প্রকল্প: ময়মনসিংহ জেলায় গারো সম্প্রদায়ের জীবন মান উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় সমিতির সংখ্যা ২০টি, সদস্য সংখ্যা ৮০০জন, ঋণ গ্রহণকারী সদস্য সংখ্যা ৮০০জন বরাদ্দকৃত ঋণের পরিমাণ ১৬০০০০০০/-, ঋণ বিতরণ (ক্রমপুঞ্জিভূত) ৪৫২৮০০০০/-, ঋণ আদায় ৩০৮০৪১৩৩/- এছাড়াও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাধিকার ভুক্ত আশ্রয়ণ প্রকল্প- ০৮টি, আশ্রয়ণ (ফেইজ-২) প্রকল্প- ১৬টি ও আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প-০৫টিসহ মোট ২৯টি প্রকল্পের ঋণ আদায়ের সাথে ময়মনসিংহ সমবায় বিভাগ সরাসরি জড়িত। ই-নথিতে কার্যক্রম অব্যাহত আছে। ওয়েব পোর্টাল নিয়মিত হালনাগাদ	ক. সমবায় সমিতিসমূহের কার্যক্রম সার্বক্ষণিক মনিটর করাসহ তারা যেন স্বাবলম্বী হতে পারে এ বিষয়ে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। খ. সমিতির ঋণ বিতরণের নিমিত্ত আবেদনকারী যাচাই-বাছাই, ঋণ বিতরণ, ঋণ আদায় এবং প্রয়োজনীয় অডিট কার্যক্রম পরিচালনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গ. সমবায় বিভাগের প্রতিটি সমিতিতে অনুষ্ঠিতব্য সভায় সন্ত্রাস, বাল্যবিয়ে ও জঙ্গীবাদের কুফল সম্পর্কে সচেতনতা মূলক আলোচনা অব্যাহত রাখতে হবে এবং সমিতির সদস্যদের মাধ্যমে নিজ নিজ অধিক্ষেত্র পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। ঘ. জেলা সমবায় পুরষ্কার প্রদান কার্যক্রম চলমান রয়েছে। জরুরিভিত্তিতে মনোনীত প্রার্থীদের তালিকা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে। ঙ. আশ্রয়ন প্রকল্পের জনগণের মধ্যে সমিতি গঠন করে দেওয়া এবং বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ঋণের ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য জেলা সমবায় কর্মকর্তা, ময়মনসিংহকে অনুরোধ জানানো হয়।	জেলা সমবায় কর্মকর্তা, ময়মনসিংহ ও সংশ্লিষ্ট সকল, ময়মনসিংহ

করা হয়। মাসিক রিটার্ণ পেপারলেস করার লক্ষে অন লাইন রিটার্ণ সফটওয়্যার চালু করা হয়েছে। খ. সভাপতি কর্তৃক সমবায় বিভাগের প্রতিটি সমিতিতে অনুষ্ঠিতব্য সভায় সন্ত্রাস, জঙ্গীবাদের কুফল সম্পর্কে সচেতনতামূলক আলোচনা অব্যাহত রাখার এবং সমিতির সদস্যদের মাধ্যমে অধিক্ষেত্র পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য জেলা সমবায় কর্মকর্তাকে অনুরোধ করেন।		
২৯। বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) ক. উপ-পরিচালক, বিআরডিবি, ময়মনসিংহ জানান, গৃহীত কর্মসূচির মধ্যে আমার বাড়ী আমার খামার প্রকল্প, সেচ সম্প্রসারণ কর্মসূচি, সোনালী ব্যাংকের মাধ্যমে ফসলী ঋণ বিতরণ, আবর্তক কৃষি ঋণ কর্মসূচি, সদাবিক, পল্লী প্রগতি প্রকল্প, মহিলা উন্নয়ন অনুবিভাগ, অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পোষ্যদের প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্প, গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প, দুঃস্থ পরিবার উন্নয়ন প্রকল্প ও পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্পের কাজ চলমান। খ. দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে পুষ্টি সমৃদ্ধ উচ্চ মূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারকরণ কর্মসূচি প্রকল্প বাস্তবায়ন হচ্ছে। গ. ভিক্ষুক পুর্নবাসন কার্যক্রম বিশেষভাবে তদারকি হচ্ছে। ঘ. এসএমই ঋণ (পল্লী উদ্যোক্তা ঋণ) বিতরণ ও আদায় অব্যাহত আছে ঙ. গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন স্কীম ২২টি (পিআরডিপি-৩) চ. সেচ সম্প্রসারণ কর্মসূচি (খাদ্য উৎপাদন সহায়ক প্রকল্প) চলমান আছে ছ. সোনালী ব্যাংকের মাধ্যমে ফসলী ঋণ বিতরণ (খাদ্য উৎপাদন সহায়ক প্রকল্প) কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	ক. বিআরডিবি বিভাগের সমিতিভূক্ত সদস্যদেরকে সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ, মাদক ও নাশকতার কুফল সম্পর্কে সচেতনতামূলক আলোচনা অব্যাহত রাখতে হবে। খ. সমিতির ঋণ বিতরণের নিমিত্ত আবেদনকারী যাচাই-বাছাই, ঋণ বিতরণ, ঋণ আদায় এবং প্রয়োজনীয় অডিট কার্যক্রম পরিচালনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	উপ পরিচালক, বিআরডিবি, ময়মনসিংহ / উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল) ও সংশ্লিষ্ট সকল।
৩০। পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন ক. উপপরিচালক, পিডিবিএফ, ময়মনসিংহ জানান, পল্লীর দরিদ্র্য অসুবিধাগ্রস্থ জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে অঞ্চলের ১৭ টি কার্যালয়ের মাধ্যমে কৃষি, মৎস্য, গাভী পালন ও ক্ষুদ্র ব্যবসা সহ বিভিন্ন আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে চলতি অর্থ বছরে জুলাই/২২ মাস পর্যন্ত ৩৮৪৮২ জন সদস্যার মাঝে ৩৪২.৬৩ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরন করা হয়েছে। বর্তমানে ১৪২১ টি সমিতির মাধ্যমে ৬১১১৪ জন সুবিধাভোগীদের নিয়ে পিডিবিএফ, ময়মনসিংহ জেলার কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। চলতি ঋণ আদায়ের হার ৯৭% এবং ক্রমপুঞ্জিত ঋণ আদায়ের হার ৯৮%। নারী উদ্যেক্তা ঋণঃ চলতি অর্থ বছরে ১২৮৩ জন সদস্যার মাঝে ৭৮.১০ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরন করা হয়েছে। চলতি ঋণ আদায়ের হার ৯৬%। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণঃ ক্ষুদ্র ঋণের পাশাপাশি চলতি অর্থ বছরে ২৮০৬ জন উদ্যেক্তার মাঝে ১৫৯.৮০ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরন করা হয়েছে। চলতি ঋণ আদায়ের হার ৯৯%।	ক. ময়মনসিংহ অঞ্চলে গৃহীত সকল কর্মসূচির সফল বাস্তবায়ন করতে হবে। গৃহীত সকল কার্যক্রম সম্পর্কে নিয়মিত অবহিত করতে হবে।	যুগ্ম পরিচালক/ উপ পরিচালক, পিডিবিএফ, ময়মনসিংহ।
৩১। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, ময়মনসিংহ জানান, ক. নারী নির্যাতন, বাল্য বিবাহ ও যৌতুক প্রতিরোধ কল্পে নিয়মিত সচেতনতামূলক উঠান বৈঠক কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। বাল্য বিবাহ রোধকল্পে ইউনিয়ন কমিটির সভা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হচ্ছে। নারী নির্যাতন ও যৌতুক প্রতিরোধে ময়মনসিংহ জেলার ১৩ টি উপজেলার উঠান বৈঠক এর সংখ্যা ৫৪ টি এবং ক্রমপুঞ্জিত উঠান বৈঠক এর সংখ্যা ৩৩৬৯ টি। নারী নির্যাতন	ক. উপজেলা ভিত্তিক বাল্যবিবাহ বন্ধের তথ্য প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলো। খ. মা ও শিশু স্বাস্থ্য কর্মসূচি জুলাই/ ২০২২ থেকে শুরু হবে। ইতোমধ্যে সদর উপজেলায় কার্যক্রম শুরু হয়েছে। পর্যায়ক্রমে সকল ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও পৌরসভায় কার্যক্রম শুরু হবে।	উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)/ উপপরিচালক, জেলা মহিলা বিষয়ক অফিস, ময়মনসিংহ/সংশ্লিষ্ট সকল

ও যৌতুক প্রতিরোধকল্পে উঠান বৈঠক অব্যাহত রয়েছে। মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচির আওতায় জুলাই ২০২০ হতে ময়মনসিংহ সিটি করপোরেশন এলাকায় এবং ময়মনসিংহ সদর উপজেলাধীন সকল ইউনিয়নে উপকারভোগী নির্বাচন করা হচ্ছে। জুলাই ২০২২ মাসে ৪৭৩৬ জন উপকারভোগীর পে-রোল তৈরী করা হয়েছে। সকল ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভা থেকে উপকারভোগী নির্বাচনের বরাদ্দ এখনো পাওয়া যায়নি। নারী নির্যাতন ও যৌতুক প্রতিরোধে ময়মনসিংহ জেলার ১৩টি উপজেলার উঠান বৈঠক এর সংখ্যা ৪৯ টি এবং ক্রমপুঞ্জিত উঠান বৈঠক এর সংখ্যা ৩৪৭১ টি। নারী নির্যাতন ও যৌতুক প্রতিরোধকল্পে উঠান বৈঠক অব্যাহত রয়েছে। দুঃস্থ মহিলা উন্নয়ন (ভিজিডি) কর্মসুচির আওতায় ৩৫,০২৪ জন উপকারভোগীরা মাসিক ৩০ কেজি হারে পুষ্টিচাল নিয়মিত পাচ্ছে। দরিদ্র মা'র জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা প্রদান কর্মসুচির আওতায় ১৫৫৮৫ জন G2P পদ্ধতিতে EFT এর মাধ্যমে ৩ মাস পর পর ভাতাভোগীদের নিজ নিজ নামের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ভাতার অর্থ জমা হয়। মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচি আওতায় ৪৭৩৬ জন জনপ্রতি মাসিক ৮০০/- টাকা হারে জুলাই ২০২০ হতে ময়মনসিংহ সিটি করপোরেশন এলাকায় এবং ময়মনসিংহ সদর উপজেলাধীন প্রতি ইউনিয়ন হতে প্রতি মাসে নির্বাচিত ভাতাভোগীদের নিজ নিজ নামের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে G2P পদ্ধতিতে EFT'র মাধ্যমে প্রতি মাসে ভাতার অর্থ জমা হয়। খ) শ্রমজীবি মায়েদের শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র ময়মনসিংহ: শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র, ময়মনসিংহ- আসন সংখ্যা ৮০ জন, ৬ মাস বয়স হতে ৬ বছর বয়স পর্যন্ত ভর্তিকৃত শিশুর সংখ্যা ৪৬ জন, বিদ্যমান কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে দীর্ঘ দিন বন্ধ থাকার পর নভেম্বর ২০২১ মাস থেকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।		
৩২। ইসলামিক ফাউন্ডেশন পরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ময়মনসিংহ জানান, ক. ২০১৯-২০২০, ২০২০-২০২১ এবং ২০২১-২০২২ তিন অর্থ বছরে ৬৪ জেলার মাঝে ময়মনসিংহ জেলা যাকাত উত্তোলনে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। এ ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে এই বছর ১,০০,০০,০০০/-(এক)কোটি টাকার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে ১৩(তের)টি উপজেলায় টাকার পরিমাণ নির্ধারণ করত নির্ধারিত টাকা উত্তোলনের জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসার মহোদয়গণের সহায়তায় ফিল্ড সুপারভাইজারদের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণের যাকাত উত্তোলনে সহায়তা করার জন্য চিঠি দেওয়া হয়েছে। এছাড়া জেলার বড় বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, ব্যবসায়িক ও অন্যান্য যাকাত দাতাদের মাঝে চিঠি বিতরণ করা হয়। যাকাত উত্তোলনের কাজ চলমান রয়েছে। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে উত্তোলিত টাকার ৭০% দরিদ্র, কর্ম অক্ষম, অসুস্থ ও অসহায়দের মাঝে যাকাত বিতরণ করা হয়েছে। খ. ময়মনসিংহ জেলার ইমাম মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্টের সদস্য সংখ্যা- ২৮১৯ জন। ইমাম মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্টের ঋণ আদায়ের কাজ চলমান রয়েছে। ঋণ আদায় অগ্রগতি ৭০%। ২০২১-২২ অর্থ বছরের ইমাম মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্টের ঋণ ও সাহায্য বিতরণের কাজ চলমান রয়েছে। উলেস্নখ্য ইমাম মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্টের সদস্য চাঁদা প্রতি ১০/-(দশ)টাকার পরিবর্তে ১৫/-(পনের) টাকা করা হয়েছে যাহা জুলাই/২০২২ থেকে কার্যকর হবে। গ. ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত বই ২৫%	ক. করোনা সর্তকতা, মসজিদের পবিত্রতা রক্ষার্থে ও সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে মসজিদে মসজিদে ইমামগণ কর্তৃক জুমার নামাজের খুৎবার পূর্বে ও পরে মুসল্লীদের সচেতন করার কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। এছাড়া যাকাত আদায়ে ময়মনসিংহ জেলার সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে চলতি বছরে আরো অধিক পরিমাণ যাকাত আদায়ের জন্য সকলকে উৎসাহিত করেন। খ. সমাজের বিত্তবানদের থেকে অধিক পরিমাণ যাকাত সংগ্রহের জন্য সকল ইউ.এন.ও কে অনুরোধ জানানো হয়। গ. মডেল মসজিদের জায়গা নির্ধারণ এবং নির্মাণ কাজের অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।	পরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন/ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), ময়মনসিংহ/সংশ্লিষ্ট সকল পরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন/ সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার/ সংশ্লিষ্ট উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, ময়মনসিংহ।

কমিশনে বিক্রয় চলমান রয়েছে। এই মাসে রাজস্ব খাতে ১৮,৩৫৪/- (আঠার হাজার তিনশত চৌয়ান্ন) টাকা এবং উন্নয়ন খাতে ৪,৮২৫/-(চার হাজার আটশত পঁচিশ) টাকার বই বিক্রয় করা হয়েছে। ঘ. মসজিদ ভিত্তিক শিশু গণ কার্যক্রমে এই জেলায় প্রাক প্রাথমিক ১০০০টি, সহজ কোরআন শিক্ষা ১৩৯৭টি, এবং বয়স্ক ১২টি শিক্ষা কেন্দ্র রয়েছে। কেন্দ্র সমুহ সপ্তাহে ০৬(ছয়) দিন চালু রয়েছে। ঙ. ময়মনসিংহ জেলার সদর উপজেলায় মডেল মসজিদ নির্মাণের প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে। জেলা সদর মডেল মসজিদ নির্মাণের জন্য জমি অনুসন্ধান কার্যক্রম চলছে। মুক্তাগাছা উপজেলা মডেল মসজিদের জমি নির্বাচন করে অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। ময়মনসিংহ জেলায় মোট মডেল মসজিদ ১৪ টি, উপজেলায় কাজ চালু আছে ১১ টি। চ. সভাপতি অত্র জেলার মডেল মসজিদের নির্মাণের জন্য জেলা সদরের খাগডহর ঈদগাহ মাঠের সাথে আরো ১১ শতাংশ জমি অধিগ্রহণ করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করার অনুরোধ করেন। মসজিদের পবিত্রতা রক্ষার্থে ও সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে মসজিদে মসজিদে ইমামগণ কর্তৃক জুমার নামাজের খুৎবার পূর্বে ও পরে মুসল্লীদের সচেতন করার কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং বিভিন্ন দিবসে ধর্ম প্রতিষ্ঠানের শান্তি কামনায় প্রার্থনাসহ সরকারের সকল বার্তা সঠিকভাবে পালনের জন্য পরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ময়মনসিংহকে অনুরোধ করা হয়।	ঘ. যে সকল উপজেলায় মডেল মসজিদ নির্মাণে জায়গা সংক্রান্ত জটিলতা রয়েছে সেখানে গণপূর্ত বিভাগ ও উপজেলা পরিষদ সম্মত হয়ে প্রস্তাব পাঠানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সর্বসম্মতিক্রমে মডেল মসজিদের জায়গা নির্ধারণ শেষে জমি অধিগ্রহণ করতে হবে। ঙ. তারাকান্দা ও গফরগাঁও উপজেলার মডেল মসজিদ নির্মাণ কাজ সম্পন্ন ও উদ্বোধন হওয়ায় জরুরিভিত্তিতে জমির দলিল রেজিস্ট্রি সম্পন্ন করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হলো। যে সকল উপজেলায় মডেল মসজিদ নির্মিত হয়েছে সেখানে কোন সমস্যা পরিলক্ষিত হলে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে অবহিত করতে হবে। চ. ময়মনসিংহ জেলা মডেল মসজিদ নির্মানের জন্য নির্ধারিত স্থানের সাথে প্রয়োজনীয় জমি অধিগ্রহণ করে দ্রুত সময়ের মধ্যে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়।	পরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন/ সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার/ সংশ্লিষ্ট উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, ময়মনসিংহ। পরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন/ সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার/ সংশ্লিষ্ট উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, ময়মনসিংহ। পরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন/ ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা, ময়মনসিংহ।
৩৩। জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস সহকারী পরিচালক, জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস, ময়মনসিংহ জানান, ক. মৃত ব্যক্তির পরিবারের জন্য ৩,০০,০০০/- টাকা আর্থিক অনুদানের ৫ টি আবেদন গ্রহণ করা হয়েছে এবং তদন্ত শেষে প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে। প্রবাসীর লাশ আনয়নের ৩(তিন)টি আবেদন প্রেরণ করা হয়েছে। খ. প্রচার প্রচারনার সেমিনারে ২,০০০/- লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে। গ. বিদেশগামী ১৭৭০ জন কর্মীর রেজিষ্ট্রেশন ও ফিঙ্গার প্রিন্ট গ্রহণ করা হয়েছে। ঘ. ময়মনসিংহ জেলা হতে মোট ১৮০২ জন (পুরুষ-১৬৬৯ ও মহিলা ১৩৩) বিএমইটি'র ছাড়পত্র নিয়ে বিদেশে গমন করেছেন।	ক. সর্বোচ্চ দক্ষতা ও আন্তরিকতার সাথে দাপ্তরিক সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করার অনুরোধ করা হলো। খ. দপ্তর হতে যত সংখ্যক বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মী রেজিস্ট্রেশন করলেন, তাদের মধ্যে কতজন বিদেশে গমন করলেন তার প্রতিবেদন প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গ. বিদেশ গমনেচ্ছুদের সাথে প্রতারণার মাধ্যমে যে সকল রিক্রুটিং এজেন্সি অবৈধভাবে বিদেশে কর্মী পাঠাচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	সহকারী পরিচালক, জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস, ময়মনসিংহ।
৩৪। আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস উপ-পরিচালক, আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, ময়মনসিংহ সভায় জানান, ক) জুলাই ২০২২ মাসে ময়মনসিংহ জেলায় ই-পাসপোর্ট এর জন্য এনরোলমেন্ট/ জমা হয়েছে ৭৬৭৬টি; ইস্যু/ বিতরণ হয়েছে ৭৫২৯ টি এবং এমআরপি এনরোলমেন্ট/ জমা হয়েছে ১৬ টি এবং ইস্যু/বিতরণ হয়েছে ৩৩ টি। অনলাইন ব্যাংকে ফিস জমা হওয়ায় রাজস্ব জমার পরিমাণ প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে না।	ক. পাসপোর্ট কার্যক্রমে আরও গতিশীলতা আনয়নের জন্য বহিরাগত লোক ও দালালদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো। খ. চাকরিরত অবস্থায় যারা সরকারি পাসপোর্ট করবেন তাদেরকে এনআইডি কার্ড মোতাবেক নিজ নাম ও পিতা-মাতার নাম সঠিকভাবে প্রদানের জন্য অনুরোধ জানানো হয়।	উপ-পরিচালক, আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, ময়মনসিংহ।
৩৫। জেলা পরিসংখ্যান অফিস ক. উপ-পরিচালক, জেলা পরিসংখ্যান অফিস, ময়মনসিংহ জানান, জনশুমারি ও গৃহগণনা-২০২২ প্রকল্পের আওতায় শুমারির তথ্য ডিজিটাল পদ্ধতিতে	ক. আন্তরিকতার সাথে সকল কাজ সম্পন্ন করার জন্য অনুরোধ করা হলো।	উপ-পরিচালক, জেলা পরিসংখ্যান অফিস/ পরিচালক, বিভাগীয় তথ্য অফিস, ময়মনসিংহ।

ট্যাবের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে সকল কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে। মাসিক কৃষি মজুরির তথ্য সংগ্রহপূর্বক ঢাকায় প্রেরণ করা হয়েছে। জনশুমারি ও গৃহগণনা-২০২২ এর প্রাথমিক প্রতিবেদন কেন্দ্রীয়ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। হাউজহোল্ড ইনকাম এন্ড এক্সপেন্ডিচার সার্ভে (HIES) জরিপ-২০২১ এর তথ্য সংগ্রহের কাজ চলমান। শ্রমশক্তি ও জাতীয় শিশুশ্রম জরিপ-২০২১ এর মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম চলমান। জুলাই-২০২২ মাসের নির্ধারিত কৃষি পরিসংখ্যান এর তথ্য সংগ্রহপূর্বক ঢাকায় প্রেরণ করা হয়েছে। মাসিক মূল্য ও মজুরির হার জরিপ এর তথ্য সংগ্রহপূর্বক প্রতি মাসে ঢাকায় প্রেরণ করা হয়েছে।	খ. ময়মনসিংহ জেলায় জনশুমারির কাজ প্রায় শতভাগ সম্পন্ন হয়েছে। ময়মনসিংহ জেলার জনশুমারি ও গৃহগণনা কাজের পরিসংখ্যান সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য জেলা অফিসের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। সেখান হতে সকল তথ্য পাওয়া যাবে যা ভবিষ্যতে গবেষণা ও অন্যান্য কাজে ব্যবহারের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে আহবান জানানো হয়।	
৩৬। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স ক. সহকারী পরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, ময়মনসিংহ জানান, **ক. দূর্ঘটনা সংক্রান্ত তথ্যঃ** আগুনের সংখ্যা- ২২টি, আগুনের কারণে ক্ষতির পরিমাণ= ৪১৩০০০০/- টাকা, উদ্ধারের পরিমাণ= ১৩৮,৫০,০০০/- টাকা। সড়ক দূর্ঘটনার সংখ্যা= ৪৫টি, আহত-৬২জন, নিহত- ০৩জন, অনান্য দূর্ঘটনা- ৩টি, রোগী পরিবহন সংখ্যা= ৮১ জন, রাজস্ব- ১১২৫২/- **নতুন ফায়ার স্টেশন নির্মাণ কার্যক্রমঃ** বা.কৃ.বি ফায়ার স্টেশন : কাজের অগ্রগতি ৯৯%। বা.কৃ.বি'তে নতুন ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের অপারেশনাল কার্যক্রম শুরু হয়েছে মর্মে সভায় জানান। **পরিদর্শন ও প্রশিক্ষণ প্রদানঃ** ১. বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন সংখ্যা-৩০টি, বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রশিক্ষণ= ২টি, মৌলিক সাধারণ প্রশিক্ষণ=১ টি, ভলান্টিয়ার প্রশিক্ষণ= ১টি, পরামর্শ প্রদান= ৪টি। খ. অগ্নিকান্ড, কাল বৈশাখী ঝড়, ভুমিকম্প, সড়ক দুর্ঘটনাসহ যেকোন দূর্ঘটনা বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ, গণসংযোগ, মহড়া, পরিদর্শন, পরামর্শ প্রদান, টপোগ্রাফি, টহল ডিউটি ইত্যাদি কার্যক্রম চলমান রয়েছে। খ. অগ্নিকান্ড, কাল বৈশাখী ঝড়, ভুমিকম্প, সড়ক দুর্ঘটনাসহ যেকোন দূর্ঘটনা বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ, গণসংযোগ, মহড়া, পরিদর্শন, পরামর্শ প্রদান, টপোগ্রাফি, টহল ডিউটি ইত্যাদি কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	ক. আন্তরিকতার সাথে সকল কাজ সম্পন্ন করার জন্য অনুরোধ করা হলো। খ. অনাকাঙ্খিত অগ্নি দূর্ঘটনায় সুউচ্চ ভবনের আগুন নেভানোর বিষয়ে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংগ্রহ এবং বর্তমান যন্ত্রপাতি দ্বারা কত তলা পর্যন্ত বর্তমানে আগুন নেভানোর সক্ষমতা রয়েছে তার তথ্য প্রদানের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। গ. ময়মনসিংহ শহরে নির্মিত সুউচ্চ ভবনগুলোর উচ্চতা অনুযায়ী ফায়ার সার্ভিসের অগ্নিনির্বাপক গাড়ীও যন্ত্রপাতি সরবরাহের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরে চাহিদা পত্র প্রেরণের জন্য ফায়ার সার্ভিস কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানানো হয় এবং রোগী নিয়ে যাওয়ার জরুরী প্রয়োজনে এক উপজেলা হতে অন্য উপজেলায় গাড়ি ব্যবহারের নীতিমালা সংশোধনের প্রস্তাব প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ/ সহকারী পরিচালক ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, ময়মনসিংহ সহকারী পরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, ময়মনসিংহ ও সংশ্লিষ্ট সকল।
৩৭। জেলা তথ্য অফিস সিনিয়র জেলা তথ্য অফিসার, ময়মনসিংহ সভায় জানান, ক. গত জুলাই ২০২২ মাসে, ১. সড়ক প্রচার (মাইকিং) - ২২ দিন ২. চলচ্চিত্র/প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন- ০৯ টি ৩. স্থায়ী পিভিসি ডিসপ্লে বোর্ড- ০২ টি ৪. সঙ্গীতানুষ্ঠান- ০ টি ৫. শব্দযন্ত্র স্থাপন/পিএ কভারেজ - ২৭ টি ৬. পুস্তক/পুস্তিকা-৯০০০ কপি ৭. প্রেক্ষাগৃহ পরিদর্শন-০ টি ৮. জনমত/জনপ্রতিক্রিয়া- ০২ টি খ. সভাপতি, মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক ময়মনসিংহ জেলার ক্যাবল নেটওয়ার্কে ক্লীনফিড বাস্তবায়ন তদারকি	ক. সংশ্লিষ্ট দপ্তর হতে প্রত্যয়ন পত্র সংগ্রহের মাধ্যমে সরকারের উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের প্রচারণা অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। খ. ময়মনসিংহ জেলার ক্যাবল নেটওয়ার্কে ক্লীনফিড বাস্তবায়ন ও তদারকিকরণ এবং লাইসেন্সবিহীন ক্যাবল টিভি অপারেটরদের বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ বিষয়ে প্রতিবেদন পরবর্তী সভায় দাখিলের জন্য অনুরোধ করা হলো।	সিনিয়র তথ্য অফিসার, জেলা তথ্য অফিস/উপ-প্রধান তথ্য অফিসার, পিআইডি, ময়মনসিংহ বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট/ উপ- প্রধান তথ্য অফিসার, পিআইডি/ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল) এবং ক্যাবল টিভি অপারেটর/ সংশ্লিষ্ট সকল

এবং লাইসেন্সবিহীন ক্যাবল টিভি অপারেটরদের বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার জন্য অনুরোধ করেন।	গ. স্কুল খোলা সময়ে কোচিং সেন্টারে পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনা বন্ধের বিষয়টি স্থানীয় ক্যাবল টিভি চ্যানেলের স্ক্রলবারে প্রদর্শন ও স্থানীয় দৈনিকে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	জেলা শিক্ষা অফিসার/ জেলা তথ্য অফিসার/ উপ প্রধান তথ্য অফিসার ও ক্যাবল অপারেটর, ময়মনসিংহ
৩৮। আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট অধ্যক্ষ, আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট, মুক্তাগাছা সভায় অনুপস্থিত ছিলেন। ২০২১-২০২২ প্রশিক্ষণ বর্ষে কোর্সের লক্ষ্যমাত্রা ৩৭ টি। প্রশিক্ষণার্থী লক্ষ্যমাত্রা পুরুষ ও মহিলা সহ মোট ৯২৫ জন। জুন ২০২২ খ্রি: পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ৩২(বত্রিশ)টি কোর্সে মোট ৮০০ (আটশত) জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। যার মধ্যে পুরুষ ৪৯২ (চারশত বিরানব্বই) জন এবং মহিলা ৩০৮ (তিনশত আট) জন। ২. ২০২১-২০২২ প্রশিক্ষণ বর্ষে এলজিইডির ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) পাবসস লি. এর হিসাব ব্যবস্থাপনা ও রেকর্ড সংরক্ষণ প্রশিক্ষণ কোর্সের লক্ষ্যমাত্রা ২৩ টি। জুন ২০২২ খ্রি: পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ২৩ (তেইশ) টি কোর্স সম্পাদন করা হয়েছে। যার মধ্যে পুরুষ প্রশিক্ষণার্থী ৬৪২ (ছয়শত বিয়াল্লিশ) জন এবং মহিলা প্রশিক্ষণার্থী ১৪০ (একশত চল্লিশ) জন।	আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউটের অধীন বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি যথাসময়ে সফলভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।	অধ্যক্ষ, আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ ও সংশ্লিষ্ট সকল।
৩৯। কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি) ক. অধ্যক্ষ, কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ময়মনসিংহ জানান, ১০টি ট্রেডে ০২ বছর মেয়াদী এসএসসি ভোকেশনাল কোর্সসহ অন্যান্য কোর্সে নিয়মিত ও স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স চালুর মাধ্যমে দক্ষতার সাথে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ''চাকুরী নেব না চাকুরী দেব''এই স্লোগানটি সকল ট্রেডের প্রশিক্ষণার্থীদের অবহিত করা হচ্ছে। সরকারের সামাজিক আন্দোলন বিষয়ে সচেতন করার লক্ষ্যে প্রত্যেক কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের ''নারী নির্যাতন করবো না, বাল্য বিবাহ বন্ধ করবো, যৌতুক নেব না এবং যৌতুক দেব না'' এই শপথ বাক্যটি পড়ানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। স্কীল এন্ড ট্রেনিং এ্যানহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্টের আওতায় ০৬ মাস মেয়াদী বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ কোর্স এবং ০৬ মাস মেয়াদী কম্পিউটার অফিস অ্যাপ্লিকেশন ও গ্রাফিক্স ডিজাইন কোর্সসহ অন্যান্য প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালিত হচ্ছে।	ক. আন্তরিকতা ও দক্ষতার সাথে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। মাসিক সভায় নিয়মিত উপস্থিত থেকে গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করতে হবে। খ. টিটিসি'তে সর্বমোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা, করে, বিভিন্ন ট্রেডে কত জন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারে, বিভিন্ন ট্রেড ভিত্তিক পরিসংখ্যান পরবর্তী মাসিক সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	অধ্যক্ষ, কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি), ময়মনসিংহ/ সংশ্লিষ্ট সকল অধ্যক্ষ, কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি), ময়মনসিংহ।
৪০। প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র. প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র, ময়মনসিংহ সদরে প্রত্যহ প্রতিবন্ধীর চিকিৎসা সেবাগ্রহীতা ৪০ হতে ৪৫ জন। শুরু থেকে এখন পর্যন্ত মোট ভর্তি রোগীর সংখ্যা ৫,৩৫০জন। সার্ভিস ট্রানজেকশন রোগীর সংখ্যা ৬৪,৯৬০জন। মোবাইল থেরাপী ভ্যান-১২ বর্তমানে ময়মনসিংহ ডিসি পুলের আওতায় রয়েছে। এছাড়া কেন্দ্রের সকল ইকুপমেন্টস মোটামুটি ভাল আছে ও কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার অগ্রগতি অব্যাহত আছে। চলতি মাসের ১০ তারিখে ২০০টি হুইল চেয়ার ময়মনসিংহ জেলায় এসে পৌছেছে। জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে দ্রুত সময়ে উপজেলায় বিতরণ করা হবে।	ক. প্রতিবন্ধীদের চিকিৎসা সেবা/ থেরাপী কার্যক্রম বেগবান করতে হবে। খ. ময়মনসিংহ জেলায় বরাদ্দপ্রাপ্ত ২০০টি হুইল চেয়ার দ্রুত সময়ে উপজেলায় বিতরণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	জেলা প্রতিবন্ধী বিষয়ক কর্মকর্তা, প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র, ময়মনসিংহ

৪১। তুলা উন্নয়ন বোর্ড প্রধান তুলা উন্নয়ন কর্মকর্তা, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, ময়মনসিংহ জানান, ক. আগামী ২০২২-২৩মৌসুমে ময়মনসিংহ জেলায় তুলাচাষ সম্প্রসারন লক্ষ্যমাত্রা ৩৮০ হেক্টর ও ৮৩২ জন তুলাচাষী নির্ধারন করা হয়েছে। তন্মধ্যে মুক্তাগাছা উপজেলায় ১০০ হেক্টর ২০১ জন তুলাচাষী, ফুলবাড়িয়া উপজেলায় ২১০ হেক্টর ৪৮০ জন তুলাচাষী এবং গফরগাঁও উপজেলায় ৭০ হেক্টর ১৫১ জন তুলাচাষীর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন করা হয়েছে। খ. চলতি ২০২২-২৩ মৌসুমে তুলাচাষ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ১লা জুলাই, ২০২২ হতে ময়মনসিংহ জোনের সকল ইউনিট সমূহে তুলাবীজ বপন কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে যা ৩১ আগষ্ট, ২০২২ পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। পাশাপাশি আন্ত:পরিচর্যা ও একারেজে উচ্চফলন প্রাপ্তির লক্ষ্যে আধুনিক ও কাযকর তুলাচাষ প্রযুক্তি হস্তান্তর, মাঠ পর্যায়ে তুলাচাষী উদ্ধুদ্ধকরন সভা, দলীয় অলোচনা, বিশেষ দলীয় অলোচনা, উঠান বৈঠক, মাইকিং এবং ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে জমি জরিপ ও তুলাচাষী উদ্ধুদ্ধকরনের কার্যক্রম জোরদারকরনসহ ব্যাপক প্রচার প্রচারনা চলমান আছে।	ক. তুলা চাষে কৃষককে উদ্বুদ্ধকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। খ. কত একর জমিতে কি পরিমাণ তুলা চাষ করা হয় এবং কতজন কৃষক তুলা চাষ করেন তাদের তথ্য পরবর্তী সভায় উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ জানানো হয়।	প্রধান তুলা উন্নয়ন কর্মকর্তা, ময়মনসিংহ ও সংশ্লিষ্ট সকল।
৪২। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর উপ-মহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ জানান, জুলাই/২০২২ মাসে দপ্তর কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগ পরিদর্শন: মোট: ২২৫ টি (কারখানা: ৭২ টি, দোকান: ১১০ টি, প্রতিষ্ঠান: ৪৩ টি= সর্বমোট ২২৫টি) নতুন লাইসেন্স প্রদানঃ ২৮ টি লাইসেন্স নবায়নঃ ৪১৯ টি রাজস্ব আদায়ঃ ৭,৩২,০৩০/- মাতৃত্ব কল্যাণ সুবিধা প্রদানঃ মোট কারখানা: ১১ টি মোট সুবিধাভোগী: ১০১ জন মোট প্রদত্ত সুবিধার পরিমাণ: ৩১,৬২,৭৭৮/- টাকা। সকল কল কারখানায় স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ এবং শিশু শ্রমিক যেন কাজ না করে সে বিষয়টি নিয়মিত কারখানাসমূহ পরিদর্শন অব্যাহত রয়েছে। খ. "গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি, ২০১৫" বাস্তবায়নে প্রচার প্রচারণা কার্যক্রম অব্যাহত রাখার বিষয়ে আলোচনা করা হয়। গ. সভাপতি, জেলার সকল কলকারখানা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো নিয়মিত পরিদর্শন অব্যাহত রাখার জন্য উপ-মহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, ময়মনসিংহকে পরামর্শ প্রদান করেন।	ক. কল কারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত সকল কর্মসূচির সফলভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। খ. জেলার সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান ও কলকারখানাগুলো নিয়মিত পরিদর্শন অব্যাহত রাখতে হবে। গ. অত্র জেলার শিল্পকারখানার শ্রমিকদের কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন প্রদানের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ঘ. "গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি, ২০১৫" বাস্তবায়নে গৃহীত উদ্যোগ সমূহ সম্পর্কে তথ্য প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলো। ঙ. শ্রম আইনের ১৪ ধারা মোতাবেক রাত ৮.০০ টার পর সকল প্রতিষ্ঠান, দোকান পাট, শপিং মল, শিল্প কারকানা ও অফিস বন্ধ রাখতে হবে। এ সিদ্ধান্ত যথাযথ বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান করতে হবে।	উপ-মহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ এবং সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তর প্রধানগণ। উপ-মহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর/ বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ময়মনসিংহ এবং সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তর প্রধানগণ।
৪৩। হিন্দু ধর্মীয় কল্যান ট্রাস্ট ক. ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতালয় হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম ময়মনসিংহ জেলায় ৯৮টি শিক্ষা কেন্দ্র রয়েছে। মন্দির গুলোতে মডেল পাঠাগার স্থাপনের কাজ চলমান আছে। খ. সভাপতি প্রত্যেক উপজেলায় গীতা শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপনের জন্য প্রত্যেক উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণের সহযোগিতা করার জন্য অনুরোধ করেন।	ক. হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের আওতাধীন ময়মনসিংহ জেলায় কতটি মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কেন্দ্র রয়েছে এবং কতজন শিশু শিক্ষা গ্রহণ করেছে তার তথ্য প্রদান করতে হবে।	সহকারী পরিচালক, মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম, আঞ্চলিক কার্যালয় ময়মনসিংহ।

৪৪। জাতীয় মহিলা সংস্থা জেলা কর্মকর্তা, জাতীয় মহিলা সংস্থা, ময়মনসিংহ সভায় জানান যে, জাতীয় মহিলা সংস্থা ময়মনসিংহ জেলা কার্যালয়ে আত্নকর্মসংস্থানের ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম, স্ব-কর্মসহায়ক ঋণ কার্যক্রম, সেলাই ও এমব্রয়ডারি প্রশিক্ষণ, জেলা ভিত্তিক মহিলা কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রকল্প (৬৪ জেলা) নগর ভিত্তিক প্রান্তিক মহিলা উন্নয়ন প্রকল্প, তথ্য আপা ২য় পর্যায়, তৃণমূল পর্যায়ে অর্থনৈতি ক্ষমতায়নে নারী উদ্যোক্তাদের বিকাশ সাধন প্রকল্প যথানিয়মে চলছে। এ ছাড়া নারী নির্যাতন, বাল্য বিবাহ ও যৌতুক প্রতিরোধে মাসিক উঠান বৈঠক কার্যক্রম ও মহিলাদের আইনী সহায়তা কার্যক্রম চালু আছে। ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের ২৬৮৪ জন উপকারভোগীর মাঝে ৩৩৬৬০২২৮/- টাকা বিতরণ করা হয়। যাহা ৫% সার্ভিসচার্জ সহ আদায় যোগ্য ৩৫৩৪৩২৭০/- টাকা। জুলাই ২০২২ ইং পর্যন্ত মোট আদায়=২৭০৪১০৭৪/- টাকা, আদায়ের হার ৭৮%। স্ব-কর্মসহায়ক ঋণ কার্যক্রমের আওতায় ৪(চার) উপজেলায় ৯১ জন উপকারভোগীর মাঝে ৯,৯৭,৭৫৭/- টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়। মোট আদায় ৯,৮৫,২৫১/- টাকা। আদায়ের হার ৯৯%। তথ্য আপা ২য় পর্যায়ে, ২০২২ ইং মাসে ৪ টি উঠান বৈঠকের মাধ্যমে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে মোট ৩৪০ জনকে সচেতনতামূলক পরামর্শ দেন। অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে নারী উদ্যোক্তাদের বিকাশ সাধন প্রকল্পের মাধ্যমে ১ম ব্যাচে মোট ৭ টি ট্রেডের মাধ্যমে ৬৫০ জন প্রশিক্ষণার্থীর প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হয়েছে।	গৃহীত সকল কর্মসূচির সফলভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে এবং বকেয়া ঋণ আদায় কার্যক্রম জোরদার করতে হবে।	চেয়ারম্যান, জাতীয় মহিলা সংস্থা, ময়মনসিংহ শাখা ও সংশ্লিষ্ট সকল, ময়মনসিংহ
৪৫। বিসিক জেলা কার্যালয় উপ-মহাব্যবস্থাপক, বিসিক, ময়মনসিংহ সভায় জানান, ক. চলতি অর্থ বছরে ১১ জন নারী উদ্যোক্তা সহ মোট ৬৮ জনকে ১ কোটি ৯০ লক্ষ টাকার প্রণোদনা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। ১৭৯ জনকে শিল্প উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। শিল্প নিবন্ধন করা হয়েছে ২১৬ টি। বিসিক শিল্প নগরী মাসকান্দায় সংস্কার কাজ চলমান আছে এবং বিসিক নগরী মুক্তাগাছার চারপাশে দেয়াল নির্মানের কাজ শেষ হয়েছে। শিল্প নগরীতে প্লট বরাদ্দের অনুমোদন দিলেই কাজ শুরু হবে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি কুটির শিল্পের আওতায় অনলাইন ভিত্তিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম এক বছর ধরে চলমান আছে। সকল ইউডিসি উদ্যোক্তাগণ যেন এ কার্যক্রমে অংশগ্রহণের জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসার(সকল)কে অনুরোধ জানান। বর্তমানে বিসিক শিল্প নগরীতে দিনে ৩-৪ ঘন্টা লোড শেডিং থাকায় উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। দিনের বেলায় লোড শেডিং কম কম রেখে রাতে লোড শেডিং রাখার জন্য বিদ্যুৎ বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।	ক. গৃহীত কর্মসূচির সফলভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে এবং নতুন উদ্যোক্তা তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। খ. উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল) তার স্ব স্ব উপজেলার ইউডিসি উদ্যোক্তাগণকে ক্ষুদ্র ও মাঝারি কুটির শিল্পের আওতায় অনলাইন ভিত্তিক প্রশিক্ষণের ব্যাপারে অবহিত করবেন। গ. বিসিক শিল্প নগরী হতে মাসকান্দা বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত সংলগ্ন ড্রেন পরিষ্কারের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানানো হয়। ঘ. বিসিক শিল্প নগরীতে লোডশেডিং থাকায় উৎপাদন ব্যাহত হওয়ায় দিনের বেলায় লোড শেডিং কম রেখে রাতে লোড শেডিং রাখার জন্য বিদ্যুৎ বিভাগকে অনুরোধ করা হলো।	উপ-মহাব্যবস্থাপক, বিসিক, ময়মনসিংহ/ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল) ও সংশ্লিষ্ট সকল। উপ-মহাব্যবস্থাপক, বিসিক/ নির্বাহী প্রকৌশলী, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড-১ (উত্তর) ময়মনসিংহ।
৪৬. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো সহকারী পরিচালক, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, ময়মনসিংহ সভায় জানান, ক) পিইডিপি-৪ সাব-কম্পোনেন্ট ২.৫ এর আওতায় আউট অব স্কুল চিলড্রেন এডুকেশন কর্মসূচী (১) শিশু প্রতিভা বিকাশ কেন্দ্র (এসপিবিকে) ও (২) প্রকাশ গণকেন্দ্র (পিকেজে) এনজিওর সহযোগীতায় সর্বমোট ৫৯০টি শিখন	ক. গৃহীত/চলমান কর্মসূচি সম্পর্কে নিয়মিত অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)/ সহকারী পরিচালক, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা

কেন্দ্র বাস্তবায়িত হচ্ছে এবং শিক্ষার্থী সংখ্যা ২০৭০০ জন। এই কার্যক্রমটি ময়মনসিংহ সিটি, সদর, ত্রিশাল, ভালুকা, গফরগাঁও, তারাকান্দা, হালুয়াঘাট ও ফুলবাড়ীয়া উপজেলায় চলমান আছে। সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের শিক্ষক-সুপারভাইজারদের ১২দিন ব্যাপী বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ ১৭টি ব্যাচে শুরু হবে এবং ৭টি ব্যাচ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। ফুলবাড়ীয়া উপজেলায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান। পর্যায়ক্রমে বাকীদের প্রশিক্ষণ শুরু হবে। শিখন কার্যক্রম ভেরিফিকেশনের দায়িত্ব মন্ত্রণালয় কর্তৃক জেলা প্রশাসন ও উপজেলা প্রশাসনের উপর ন্যাস্ত করা আছে।ভেরিফিকেশনের প্রথম রিপোর্ট নিয়মিত মন্ত্রণালয়/ অধিদপ্তরে প্রেরণ করার জন্য সংশ্লিষ্টদের অনুরোধ করছি। খ) মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প (৬৪ জেলা) এর আওতায় নান্দাইল, ত্রিশাল ও ফুলপুর উপজেলায় ১০২০ টি শিখন কেন্দ্রের মাধ্যমে (প্রতি কেন্দ্রে ২শিফট) ৬১২০০ জনকে বাস্তবায়নকারী এনজিও গ্রামাউস, আসপাডা ও সীডস এর সহযোগিতায় সাক্ষর করা হয়েছে। থার্ড পার্টি কর্তৃক মূল্যায়ন কার্যক্রম চলমান আছে।		ব্যুরো, ময়মনসিংহ।
৪৭। জেলা নির্বাচন অফিস সিনিয়র জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা, ময়মনসিংহ সভায় জানান, ক. নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক চলমান এনআইডি সেবা যথারীতি স্বাস্থ্য বিধি মেনে অব্যাহত রাখা হয়েছে। জেলা নির্বাচন অফিস হতে 'খ' ক্যাটাগরির সংশোধনী আবেদনসমূহ দ্রুততার সাথে নিয়মিত নিষ্পত্তি করা হচ্ছে। নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক চলমান এনআইডি সেবা যথারীতি স্বাস্থ্য বিধি মেনে অব্যাহত রাখা হয়েছে। জেলা নির্বাচন অফিস হতে 'খ' ক্যাটাগরির সংশোধনী আবেদনসমূহ দ্রুততার সাথে নিষ্পত্তি হচ্ছে । অত্র জেলাধীন ১৩টি উপজেলা নির্বাচন অফিস হতেও একইভাবে 'ক' ক্যাটাগরির এনআইডির সংশোধনী আবেদনসমূহস্বাস্থ্যবিধি মেনে প্রতিনিয়ত নিষ্পত্তি করা হচ্ছে। ময়মনসিংহ ১৩টি উপজেলার মধ্যে ১ম পর্বে ০৪টি উপজেলায় (ফুলবাড়ীয়া, ভালুকা, ঈশ্বরগঞ্জ ও গফরগাঁও) বিগত ২০ মে ২০২২ তারিখ হতে বাড়ী বাড়ী গিয়ে তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে হালনাগাদ কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে এবং ২১/০৮/২০২২খ্রি. নাগাদ ভোটার নিবন্ধন কাজ শেষ হবে। বর্তমান পর্যায়ে এই উপজেলাসমূহে ভোটার নিবন্ধনের অগ্রগতির গড় হার=০৯% অর্থাৎ ১ম পর্বের উপজেলায় ০১.৩০ লক্ষ নতুন ভোটার নিবন্ধন কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। ২য় পর্বে ০৪টি উপজেলায় (সদর, মুক্তাগাছা, গৌরীপুর ও ত্রিশাল) ১২ জুলাই ২০২২ নাগাদ শুরু হবে এবং ১৩/১০/২০২২খ্রিঃ নাগাদ ভোটার নিবন্ধন কাজ শেষ হবে। ইতোমধ্যেই এই চারটি উপজেলায় গড়ে ৬.৫০% হারে নতুন ভোটারের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে এবং ০৯/০৮/২০২২খ্রিঃ তারিখ থেকে এই পর্বের উপজেলা সমুহে ভোটারদের বায়োমেট্রিক সংগ্রহ ও তথ্য নিবন্ধনের কাজ শুরু করা হয়েছে।	ক. স্বাস্থ্যবিধি মেনে দ্রুততর পদ্ধতিতে অনলাইনে প্রদত্ত এনআইডি সেবা প্রদান করতে হবে। খ. ২য় পর্যায়ে ভোটার তালিকা হালনাগাদ কর্মসূচী চলমান রয়েছে। উক্ত কর্মসূচী বাস্তবায়নে প্রত্যেক উপজেলার নির্বাহী অফিসারকে সহযোগিতা প্রদানের জন্য অনুরোধ জানানো হয়। গ. এনআইডি কার্ড সংশোধনকরণ ও অন্যান্য সেবার ক্ষেত্রে জনগণ যেন সঠিক সেবা পায় সে দিকে লক্ষ রাখতে হবে। ঘ. উপজেলা পর্যায়ে ভোটার তালিকা হালনাগাদ করণের সকল ধরণের সহযোগীতা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার, ময়মনসিংহ/ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), ময়মনসিংহ এবং সংশ্লিষ্ট সকল।
৪৮। আমার বাড়ি আমার খামার (পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক) জেলা সমন্বয়কারী, আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প, ময়মনসিংহ কর্তৃক প্রেরিত প্রতিবেদন হতে জানা যায়, ময়মনসিংহ জেলার ১৩টি উপজেলায় সমিতির সদস্য অর্ন্তভূক্তির লক্ষ্য, সঞ্চয় আদায় লক্ষ্য ১০৮৪.০০ ও অর্জন ৭৪.৭৬, ঋণ বিতরণ ৭৩৫০.০০ ও অর্জন ২৮৬০.৯৮, ঋণ আদায় ৪৪১০.০০ ও অর্জন ২৭৭১.০০।	ক. প্রতিমাসে কোন উপজেলার কতগুলো সমিতিতে কত জন সদস্য অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, কত টাকা আদায় হয়েছে, কত টাকা বকেয়া/ খেলাপি আছে তার হালনাগাদ তথ্য দাখিল করতে হবে।	জেলা সমন্বয়কারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আমার বাড়ি আমার খামার/ বিআরডিবি এবং সংশ্লিষ্ট সকল

মেয়াদোত্তীর্ণ খেলাপী ঋণের পরিমাণ ৫৪%, আদায়ের চেষ্টা করা হচ্ছে।		
৪৯। বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড ক. জেলা লিয়াজোঁ অফিসার, বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কর্তৃক প্রেরিত প্রতিবেদন হতে জানা যায়, ২০২১ মৌসুমের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী জমি জরিপও চাষী নির্বাচনের সাথে সাথে দলীয় আলোচনা, উদ্বুদ্ধকরণ, উঠান বৈঠক ইত্যাদি কার্যক্রম চলমান আছে। ২০২০-২১ মৌসুমে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে ১লা জুলাই ২০২১ ময়মনসিংহ জোনের সকল ইউনিটসমূহে তুলাবীজ বপন কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। খ. সভাপতি ময়মনসিংহ অঞ্চলের তাঁত শিল্পের বিকাশ এবং বর্তমানে চলমান সমস্যাগুলো চিহ্নিতকরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন।	ক. ময়মনসিংহ জোনের তাঁত বোর্ডের বকেয়া ঋণ আদায় কার্যক্রম বৃদ্ধি করতে হবে। খ. তাঁত শিল্পের বিকাশ এবং বর্তমানে চলমান সমস্যাগুলো চিহ্নিতকরণের নিমিত্তে কলকারখানা পরিদর্শন অধিদপ্তর, বিসিক, চেম্বার অফ কমার্স, সংশ্লিষ্ট স্পিনিং মিল এবং উদ্যোক্তাদের সমন্বয়ে হালুয়াঘাট ও অন্যান্য উপজেলার তাঁতীদের নিয়ে বিশেষ সেমিনার আয়োজনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। নিয়মিত সেমিনার আয়োজনপূর্বক অত্র সভাকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)/ জেলা লিয়াজোঁ অফিসার, তাঁত বোর্ড, বেসিক সেন্টার/ সংশ্লিষ্ট সকল, ময়মনসিংহ
৫০। তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রি. কোং লি : ক. সভাপতি ময়মনসিংহে তিতাস গ্যাসের সকল লাইনগুলো পর্যায়ক্রমে পরীক্ষা করার জন্য অনুরোধ করেন। সিটি কর্পোরেশনের যেসব জায়গায় তিতাস গ্যাসের লাইন রয়েছে সেসব স্থানে কোন ধরনের রাস্তা মেরামত বা সংস্কারের পূর্বে তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষকে অবহিত করার জন্য ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের প্রতি অনুরোধ জানানো হয়। খ. কিছু কিছু রেস্টুরেন্ট/হোটেল/কারখানা অনুমোদিত বার্নারের চেয়ে বেশি সংখ্যক বড় আকারের গ্যাসের চুলা তৈরি করে বাণিজ্যিকভাবে রান্না/খাদ্য প্রস্তুতের কাজে ব্যবহার করছেন। এতে করে জননিরাপত্তা হুমকিতে রয়েছে এবং যে কোন সময় মারাত্মক অগ্নি দুর্ঘটনায় ঘটতে পারে। তাছাড়া সরকার বিপুল পরিমাণ রাজস্ব হারাচ্ছে মর্মে সভায় অভিমত ব্যক্ত করা হয়। গ. বর্তমানের বেশ কিছু এলাকায় ঝুঁকিপূর্ণ গ্যাস লাইন/ লিকেজ রয়েছে। সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক আরসিসি রাস্তা খননের অনুমতি না দেয়ায় লিকেজ মেরামত করা সম্ভব হয়নি মর্মে সভাকে জানানো হয়।	ক. অত্র জেলার ঝুঁকিপূর্ণ গ্যাস লাইন মেরামত এবং অবৈধ গ্যাস সংযোগ চিহ্নিতপূর্বক ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের তালিকা পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করার জন্য অনুরোধ করা হলো। বর্তমানের যে সব এলাকায় ঝুঁকিপূর্ণ গ্যাস লাইন/লিকেজ রয়েছে, উক্ত স্থানের লিকেজের হার যাচাই সাপেক্ষে মেরামতের জন্য সিটি কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষকে উক্ত স্থানের রাস্তা খননের অনুমতি প্রদানের অনুরোধ জানানো হয়। খ. ময়মনসিংহ জেলা সদর ও উপজেলা সমূহে যেখানে বাণিজ্যিক চুলা বা রেস্টুরেন্ট /খাদ্য প্রস্তুতের জন্য গ্যাস সংযোগ রয়েছে, উক্ত স্থানসমূহ নিয়মিত পরিদর্শন করে অবৈধ ও অনুনমোদিত বড় চুলা/ বার্নারের তালিকা তৈরি করে জেলা প্রশাসনের সহায়তায় অভিযান পরিচালনা করবেন।	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন/ ডিজিএম-ব্যবস্থাপক, তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবি: কোম্পানী লিমিটেড/ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), ময়মনসিংহ।
৫১। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ: জেলা নিরাপদ খাদ্য অফিসার, ময়মনসিংহ জানান, <u>১. হোটেল রেস্তোরাঁ মনিটরিং</u> নির্দিষ্ট চেকলিস্ট অনুসারে ০৪টি রেস্তোরাঁ ও ০১ টি খাদ্য কারখানা মনিটরিং কার্যক্রম করা হয়েছে। <u>২. নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক উঠান বৈঠক</u> চলতি জুলাই মাসে ৪০জন ভোজ্য তৈল ব্যবসায়ীকে ভোজ্য তৈলের নিরাপদ বিষয়ক প্রশিক্ষণ করা হয়। <u>৩. প্রচার-প্রচারণা</u> কুরবানির হাটে ০৩ দিন কুরবানি মাংস নিরাপদতায় মাইকিং কর্যক্রম পরিচালনা করা হয়। নিরাপদ মাংস প্রাপ্তিতে জনসচেতনায় প্রায় ৪৩০০ লিফলেট ও পোস্টার বিতরণ করা হয়েছে।	ক. গৃহীত কর্মসূচি সম্পর্কে প্রতিমাসে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো। খ. নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতে বিভিন্ন হোটের রেঁস্তোরায় অভিযান চালিয়ে খাদ্যের নমুনা সংগ্রহ করে সন্দেহ হলে প্রয়োজনে ল্যাবে পাঠানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গ. বাজারে খোলা ভোজ্যতেল বিক্রয় বন্ধ রাখতে প্রচার-প্রচারণা ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	জেলা নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা, ময়মনসিংহ/ জেলা নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শক ও সংশ্লিষ্ট সকল, ময়মনসিংহ
৫২। ট্যুরিস্ট পুলিশ, ময়মনসিংহ জোন :	ক. গৃহীত কর্মসূচি সম্পর্কে প্রতিমাসে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।	পুলিশ সুপার, ট্যুরিস্ট পুলিশ, ময়মনসিংহ জোন
৫৩। বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ, ময়মনসিংহ জেলা বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ সমবায় অধিদপ্তর এর নিয়ন্ত্রনাধীন দেশের শীর্ষ স্থানীয় সমবায়ী আর্থিক প্রতিষ্ঠান। এই ব্যাংক মূলত সমবায়ী কৃষকদের ঋণ সহায়তা প্রদানের	ক. গৃহীত কর্মসূচি সম্পর্কে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।	নির্বাহী কর্মকর্তা, ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক লি:

জন্য কৃষি ঋণ দাদন ও আদায় কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ব্যাংকের কর্মপদ্ধতি আরও সম্প্রসারন করা হয়েছে। যেমনঃ সমবায় সমিতির সদস্যগণের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন প্রকল্পের বিপরীতে নিবন্ধনকৃত সমবায় সমিতির সদস্যগণকে "পল্লী প্রকল্প ঋণ" প্রদান করছে। পাশাপাশি সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের প্রয়োজনে ১০০০০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা পর্যন্ত পার্সোনাল ঋণ দাদন কার্যক্রম পরিচালনা করছে।		
৫৪। বিবিধ আলোচনা: **ক. ভিক্ষুক পুনর্বাসন** ময়মনসিংহ জেলার ১৩টি উপজেলার মধ্যে ভিক্ষুকের সংখ্যা ৭৭৯১ জন, পুনর্বাসিত ভিক্ষুক সংখ্যা ৬১৭১ জন, পুনর্বাসনবিহীন ভিক্ষুক সংখ্যা১৬২০ জন, মোট তহবিলের স্থিতি ২২,০৮,৬২৪/-,ব্যয়িত অর্থ(টাকায়) ১,২৫,১৪,৫৬২/- **খ. তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯:** সভাপতি বলেন, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এ জেলার সকল ইউনিয়ন ও পৌরসভার অফিসসমূহে তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা, বিকল্প তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা এবং আপীল কর্মকর্তা নিয়োগপূর্বক অন-লাইন প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করে হালনাগাদ তথ্য প্রেরণ করার জন্য সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জানান। যে সকল দপ্তর প্রধানগণ এখনো তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা/ আপীল কর্মকর্তা নিয়োগ করেনি, দ্রুত দায়িত্বপ্রদান সম্পন্ন করে স্ব স্ব বিভাগের ওয়েব পোর্টালে আপলোড করে এ কার্যালয়কে অবহিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তর প্রধানগণকে অনুরোধ করা হলো।	ক.উপজেলাভিত্তিক ভিক্ষুক পুনর্বাসন কার্যক্রমের প্রতিবেদন প্রতি মাসের ০৫ তারিখের মধ্যে অত্র কার্যালয়ে প্রেরণ করার জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। খ. তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী প্রত্যেক দপ্তরের তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তার তালিকা প্রদান করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)/ উপ পরিচালক, জেলা সমাজ সেবা অফিস, ময়মনসিংহ এবং সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তর, ময়মনসিংহ। উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)/ আর.টি.আই. জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ময়মনসিংহ এবং সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তর, ময়মনসিংহ।
গ. শুদ্ধাচার কৌশলঃ সভাপতি বলেন, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুসারে নৈতিকতা ও সততা দ্বারা আচরণগত উৎকর্ষতা মাধ্যমে শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন করতে হবে। সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তর তাদের স্ব স্ব জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন প্রণয়ন ছাড়াও আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থা এবং সকল সংস্থার মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়সমূহের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করার জন্য অনুরোধ করেন। **ঘ. ই-নথিঃ** মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে ০৩ জুলাই ২০১৭ তারিখে জারিকৃত ০৪.০০.০০০০.৮৩১.২২.০০৩.১৭.২০৮ নম্বর স্মারক পত্রে ই-নথি সিস্টেমের মাধ্যমে পত্রগ্রহণ ও পত্রজারির নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। সভাপতি সকল দপ্তরকে ই-নথি ব্যবহারের উপর বিশেষভাবে জোর দেয়ার তাগিদ দেন। সকল দপ্তরকে ই-নথির মাধ্যমে দাপ্তরিক কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য অনুরোধ করেন। সকল কর্মকর্তাকে ই-নথির এন্ড্রয়েড সফটওয়্যার ব্যবহারের জন্য তাগিদ প্রদান করা হয়। কোন দপ্তর যদি ই-নথিতে যুক্ত হয়ে না থাকেন তবে দ্রুততার সাথে উক্ত দপ্তরকে ই-নথিতে যুক্ত হওয়ার জন্য অনুরোধ করেন।	গ. সকল দপ্তরকে সিটিজেন চার্টার হালনাগাদ করণ/ শুদ্ধাচার কৌশল/ ই-নথি/ ইনোভেশন/ ওয়েবপোর্টাল আপডেট করে পরবর্তী সভায় উপস্থাপনের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ঘ. ই-নথি সিস্টেমে যে সকল অফিস লাইভ সার্ভারে রয়েছে তাদেরকে আবশ্যিকভাবে সকল কার্যক্রম ই-নথিতে বাস্তবায়নের জন্য অনুরোধ করেন এবং যেসকল দপ্তর এখন পর্যন্ত ই-নথিতে যুক্ত হয়নি তাদেরকে দ্রুততার সাথে ই-নথিতে যুক্ত হওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), ময়মনসিংহ এবং সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তর, ময়মনসিংহ। উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), ময়মনসিংহ এবং সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তর, ময়মনসিংহ।

ঙ. সিটিজেন চার্টারঃ সভাপতি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুসারে প্রত্যেক দপ্তরে সিটিজেন চার্টার হালনাগাদসহ এর প্রদর্শন করার জন্য অনুরোধ করেন এবং অভিযোগ নিষ্পত্তিকারী কর্মকর্তা ও আপীল কর্মকর্তা নিয়োগ করে দৃশ্যমান স্থানে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ করেন।	ঙ. সকল দপ্তরের সিটিজেন চার্টার আপডেট রাখার জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), ময়মনসিংহ এবং সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তর, ময়মনসিংহ।
চ. ইনোভেশনঃ সভাপতি বলেন, সহজভাবে পাবলিক সেক্টরে উদ্ভাবন বা নতুনভাবে প্রবর্তনের মাধ্যমে সেবার মানোন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে আর দক্ষতার সাথে কাজ করতে হবে। নাগরিকদের বিড়ম্বনা ও ব্যয় হ্রাস এবং তুলনামূলকভাবে কম সময়ে সেবা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে। যা জনগণের কাছে অধিকতর গ্রহণযোগ্য এবং যার মাধ্যমে পদ্ধতিগত জটিলতা কমবে, সেবার মানোন্নয়ন ঘটবে, জনগণের জন্য তা অধিক ফলপ্রসূ হবে। তিনি প্রত্যেক দপ্তরের ইনোভেশন কার্যক্রম পরবর্তী সভায় উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করেন।	চ. দপ্তরভিত্তিক গৃহীত নতুন ইনোভেশন উদ্যোগ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পরবর্তী সভায় উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	জেলা ইনোভেশন টিম এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তর প্রধানগণ, ময়মনসিংহ
ছ. ওয়েব পোর্টালঃ সভাপতি, ওয়েব পোর্টালে সকল দপ্তরের সরকারী সেবার তথ্য, সিটিজেন চার্টার সংক্রান্ত তথ্য, তথ্য অধিকার সংক্রান্ত তথ্য, ইনোভেশন সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সকল তথ্য দ্বারা হালনাগাদ করতে হবে, যেন ব্যবহারকারীরা সহজে তাদের দরকারি তথ্য খুঁজে পায়। যে সকল লিঙ্ক, বাটন কিংবা পেইজ ওয়েব পোর্টালে রয়েছে সেই সকল পেইজে আবশ্যিকভাবে প্রয়োজনীয় কন্টেন্ট আপলোড করার জন্য সকল দপ্তর প্রধানগণকে অনুরোধ করা হয়।	ছ. জেলা পর্যায়ের দপ্তরগুলোকে নিজ নিজ দপ্তরের ওয়েবসাইট এবং প্রয়োজনীয় লিঙ্কগুলো আপডেট করার জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), ময়মনসিংহ এবং সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তর, ময়মনসিংহ।
জ. জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির পরবর্তী সভায় বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ ও জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ এঁর সমস্যাসমূহ উপস্থাপনের নিমিত্ত উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হয়।	জ. জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির পরবর্তী মাসিক সভায় বাকৃবি, ময়মনসিংহ ও জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ এঁর সমস্যাসমূহ উপস্থাপনের নিমিত্ত উপযুক্ত প্রতিনিধি উপস্থিত থাকার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	রেজিস্ট্রার, বা.কৃ.বি/ জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ
ঝ. ময়মনসিংহ জেলা শহর ও উপজেলার সড়ক সমুহে বালুবাহী ট্রাকগুলো নির্ধারিত সময় মেনে রাত ৮.০০ টার পর চলাচলের বিষয়ে আলোচনা করা হয়।	ঝ. ময়মনসিংহ জেলা শহর ও উপজেলা সমুহে বালুবাহী ট্রাকগুলো নির্ধারিত সময় মেনে রাত ৮.০০ টার পর চলাচলের বিষয়টি ট্রাফিক পুলিশ কর্তৃক বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	পুলিশ সুপার, ময়মনসিংহ/ অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) ও সংশ্লিষ্ট সকল বালুমহাল ইজারাদার

সভাপতি সকল দপ্তরকে নিজ নিজ আওতাধীন উন্নয়নমূলক প্রকল্প এবং সকল দাপ্তরিক কাজ সুষ্ঠু, সুন্দর ও আন্তরিকভাবে পরিচালনা করার জন্য পরামর্শ দেন। উপস্থিত সদস্যবৃন্দকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

২৩/৮/২২

(মোহাম্মদ এনামুল হক)
জেলা প্রশাসক
ময়মনসিংহ।
ফোনঃ ০৯১-৬৫৭৭৭ (অফিস)
ই-মেইলঃ dcmymensingh@mopa.gov.bd

স্মারক নং-০৫.৪৫.৬১০০.০১৩.০৮.০০৭.২১- ৮৫২ তারিখঃ ২৯/০৮/২০২২ খ্রি.

অনুলিপিঃ সদয় জ্ঞাতার্থে- (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

০১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

০২। সিনিয়র সচিব/ সচিব .... বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

০৩। বিভাগীয় কমিশনার, ময়মনসিংহ বিভাগ, ময়মনসিংহ।

০৪। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন, ময়মনসিংহ।

অনুলিপিঃ সদয় জ্ঞাতার্থে/ কার্যার্থে-

০১। ....

২৯/৮/২২

(পুলক কান্তি চক্রবর্তী)
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) ও
সদস্য সচিব, জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি,
ময়মনসিংহ।